ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-248 ■ 18 June, 2025 ■ আগরতলা ১৮ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৩ আষাড়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তেহরান খালি করার হুঁশিয়ারি

জি৭ বৈঠক ছেড়ে দেশে ফিরলেন ট্রাম্প যুদ্ধের আতঙ্কে রাজধানী ছাড়ছেন ইরানিরা

ওয়াশিংটন, ১৭ জুন ।। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের প্রবল আশঙ্কার আবহে প্রবল চাঞ্চল্যকানাডার জি৭ সম্মেলন ছেড়ে হঠাৎই বেরিয়ে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে তেহরান দ্রুত খালি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপেই জল্পনা তুঙ্গে, ইজরায়েল কি তবে ইরানের বিরুদ্ধে আরও বড় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে?

এ দিকে, জি৭ সম্মেলনে কানাডা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন ও আমেরিকা নেতারা একবাক্যে সমর্থন জানালেন ইজরায়েলের পাশে থাকার। উপস্থিত ছিল ভারতও। যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছেইজরায়েলের আত্মরক্ষা অধিকার আছে এবং ইরানকে কোনওভাবেই পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেওয়া যাবে না।

হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণেই ট্রাম্প জি৭ সম্মেলন ছেড়ে ওয়াশিংটন ফিরে গিয়েছেন। যদিও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দাবি করেন, ট্রাম্প 'ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যেই' ফিরে যাচ্ছেন। পাল্টা ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে লেখেন "ম্যাক্রোঁর কোনও ধারণা নেই আমার কাজ সম্পর্কে। এখানে যুদ্ধবিরতির কোনও প্রশ্নই নেই, বিষয়টি এর চেয়েও বড়।" মার্কিন হুঁশিয়ারির পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ইরানে। ভাইরাল হয়েছে তেহরান ছাড়ার ছবিগাড়ির লম্বা সারি, থিকথিকে ভিড় পেট্রল পাম্পে, কেউ বাইকে, কেউ পায়ে হেঁটে শহর ছাড়ছেন। রাতভর রাজধানীর রাস্তায় যানজট। হাইওয়ে ৪৯-এ তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে, যেখান দিয়ে মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত চালুস শহরের দিকে। অবসরে তেহরানের অনেকেই সেখানে বাড়ি রেখেছেন। যুদ্ধের আতঙ্কে সেই শহরেই এখন আশ্রয় নিচ্ছেন বহু মানুষ।

একাধিক সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ইরানের বর্তমান সেনা সর্বাধিনায়ককে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। রাজধানী তেহরান-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে চলছে ধারাবাহিক বোমাবর্ষণ। যদিও সরকারি ভাবে এখনও নিশ্চিত করা হয়নি এই তথ্য। জি৭ বৈঠকে যৌথ বার্তায় জানানো হয়েছে, "আমরা চাই ইজরায়েল ও ইরান উভয়েই শান্তির পথে হাঁটুক। তবে পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতার মূল উৎস ইরান। তাকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া চলবে না।" এই বার্তার মধ্যেই ইজরায়েলের প্রতি প্রবল সমর্থনও স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বেএ বিষয়ে একমত কূটনৈতিক মহল। ইরান-ইজরায়েল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ

ভারতীয়দের তেহরান থেকে সরিয়ে আনা হচ্ছে

নয়াদিল্লি/তেহরান, ১৭ জুন।। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে তেহরানে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিক ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের শহরটি ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিল ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। সোমবার ও মঙ্গলবার পরপর একাধিক বিজ্ঞপ্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তেহরানে বসবাসকারী এবং এখনো ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি এমন সব ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের অবস্থান ও যোগাযোগের তথ্য ভাগ করে নিতে বলা হয়েছে। দূতাবাস জানিয়েছে, 'যেসব ভারতীয় নাগরিক ও পিওআই নিজের উদ্যোগে তেহরান ত্যাগ করতে সক্ষম, তারা যেন অবিলম্বে শহর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান।' ইতিমধ্যে ইরানের উরমিয়া শহর

থেকে ১০০ জন ভারতীয় শিক্ষার্থীকে আর্মেনিয়ার সীমান্ত দিয়ে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের আরও নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইরান- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজ্যে ডিজিট্যাল শিক্ষায় বিশেষ জোর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশনায় ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আজ আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ৮ নং বড়দোয়ালি বিধানসভার মন্ডল কমিটির উদ্যোগে এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের চাপ কমানোর লক্ষ্যে "পরীক্ষা পে চর্চা" কার্যক্রম শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া এবং এটা যাতে চাপের বিষয়বস্তু না হয় সেই লক্ষ্যে এই কার্যক্রম সূচনা করেন তিনি। আর মা বাবা কিংবা অভিভাবকরা সবসময় চেষ্টা করেন যাতে ছেলেমেয়েরা ভালো ফল করুক। আজ এই কার্যক্রমে যেসকল ছাত্রছাত্রীরা ৬০ শতাংশ বা তার অধিক নম্বর পেয়েছে তাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে যারা

কম নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকেও শুভকামনা জানান তিনি। আগামীতে তারা যাতে আরো ভালো ফলাফল করতে পারে সেই প্রত্যাশা করেন ডাঃ সাহা। এর পাশাপাশি পড়াশুনায় একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা রাখার আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েও অনেকে বাস্তব জীবনে ভালো করেন। ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যেসকল পরিবার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, সেই পরিবারগুলি থেকে ভালো ও মেধাবী ছেলেমেয়েদের রাজনীতিতে নিয়ে আসার। এতে রাজনীতির পঙ্কিল অবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া যাবে। আগামীদিনে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য মেধা, জ্ঞান ও বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করতে হবে কৃতি শিক্ষার্থীদের। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর গুণগত শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেধার কোন অভাব নেই। তাদের শুধু দরকার একটা সঠিক প্ল্যাটফর্ম। আর সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশে জাতীয় শিক্ষা নীতি (ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি) ২০২০ চালু হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও স্কুল কলেজে জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করা হয়েছে। আগে নালন্দা, তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য বাইরে থেকে শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে আসতো। বর্তমান জাতীয় শিক্ষা নীতি দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও পরম্পরার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এতে উপকৃত হবে ছাত্রছাত্রীরা।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নিপুণ ত্রিপুরা পাঠক্রম শুরু হয়েছে। ৯ সপ্তাহের জন্য মডিউল বিদ্যাসেতু শুরু হয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘরে থেকে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুন।। নিজ ঘরে থেকে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় উত্তর চড়িলাম বনকুমারি চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, স্ত্রী রেগার কাজে ব্যস্ত। স্বামী তখন ঘরেই ছিলেন। রেগার কাজ সেরে স্ত্রী বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পায় স্বামী কিংকর দেবনাথ ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার স্ত্রী আরতি দেবনাথ। আরতি দেবনাথ চিৎকার শুনতে পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে গিয়েছে। মৃত কিংকর দেবনাথের দুটি কন্যা সন্তান ছিলো যা অনেক আগে বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামী স্ত্রী সংসারে কোন ঝগড়া নেই। তবুও কেন নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো কিংকর দেবনাথ সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হৃদয় বিদারক ঘটনা, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু ৩ নাবালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে তিন নাবালকের। রাজধানীর অরুন্ধতীনগর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল তাঁরা। ওই এলাকায় হৃদয়বিদারক ঘটনায় স্থানীয়দের মর্মাহত করে। এদিকে, পুকুর পাড়ে বসে সন্তানের মৃত মুখ দেখার অপেক্ষায় বসে আছেন অসহায় পিতা মাতা। ওই ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রাজধানীর অরুন্ধতীনগর এগ্রিকালচার পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল তিন নাবালক। আচমকাই এক যুবক জলে তলিয়ে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে আরও দুইজন তাকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁরাও জলে তলিয়ে যায়। এলাকাবাসীদের সহায়তায় এক যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। তাঁরা পুকুর থেকে দুই নাবালককে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহতদের নাম ববি শুক্লা দাস (১৭), শুভম দেব (১৭) এবং শুভজিৎ দে (১৫)।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন বাধারঘাটের বিধায়ক মীনা রানী সরকার। একই দিনে তিনজনকে হারানোর পর পুরো এলাকা শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, দমকলকর্মী এবং উদ্ধারকর্মীরা জল থেকে তিন ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয়রা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা কার্যত শোকে পাগল হয়ে যান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিতেন্দ্রকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার পরামর্শ রতনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। শব্দ ও ভাষা জ্ঞান নেই। এই অক্ষমতা নিয়েই রাজনৈতিক বাজার গরম করতে মাঠে নেমেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁকে অবিলম্বে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করার পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রসঙ্গত, গতকাল সাব্রুম মহকুমায় এক সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, অসমী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারিরীক গঠন নিয়ে অবান্তর মন্তব্য করেছেন। তিনি ওই সভায় তির্যক ভাষায় বলেন, যে যত লম্বা হয়, তত বেকুব হয়। এই মন্তব্যের জেরেই আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতাকে একহাত নিলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তাঁর কথায়, শব্দকে প্রয়োগ করার আগে তাঁর অর্থকে বুঝে নেওয়া জরুরি। তা না হলে শব্দের দ্বারা মানুষকে আঘাত করা যায়। অবশ্য শব্দের গুরুত্ব বোঝার মতো মানসিকতা এবং বুদ্ধি সবার থাকে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীরও শব্দকে বোঝার মতো মানসিকতা নেই। সাম্প্রতিক জনসম্মুখের বিভিন্ন ব্যক্তবের মধ্যে তাঁর ভাষা জ্ঞানের অক্ষমতাকে তুলে ধরেছেন। এদিন তিনি বলেন, জিতেন্দ্র বাবুর মতে দৈহিক দিক দিয়ে যাদের উচ্চতা অনেক তাঁরা বেকুব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইতে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ জুন।। চার দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে মিলল খোঁজ, তবে নিথর দেহে। খোয়াইয়ের বৃন্দাবনঘাটস্থিত এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে গত সোমবার সন্ধ্যায় ২৪ বছর বয়সী জ্যাকসন দেববর্মা নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, এটি নিছকই কোনো দুর্ঘটনা নয়, জ্যাকসনকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে অটো চলাচলে কড়া নজরদারি

নিগম এলাকার অটোতে গোলাপী রং বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় চলাচলকারী অটোরিক্সাগুলিকে অন্য মহকুমার অটো থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এখন থেকে পুর নিগম এলাকার সমস্ত অটোরিক্সার সামনের অংশ গোলাপী রঙের হবে। তাঁর সাফ কথা, প্রতিটি অটোকে রুট পারমিট স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে এবং কেউই নির্ধারিত পারমিটের সীমা অতিক্রম করতে পারবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে, যেমন চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে বা বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে, বাইরের অটোদের নিগম এলাকায় প্রবেশের অনুমতি মিলবে যথাযথ প্রমাণপত্র দেখিয়ে। অন্যথায়, এই নিয়ম ভঙ্গকারী অটোদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং পুনঃঅপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানাও ধার্য্য হবে। তাঁর বক্তব্য, ১৫ কিলোমিটারের নির্ধারিত সীমার বাইরে কোনও অটো চলাচল করলে কড়া নজরদারি চালানো হবে। অন্য মহকুমার পারমিটপ্রাপ্ত অটো যাতে অবৈধভাবে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে, তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ ও মাছির যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ এলাকাবাসীর পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। বিজেপি নেতার পোল্ট্রি ফার্মের বিরুদ্ধে চেছুড়িমাই সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ বড়জলার জনগণ। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে সিপাহীজলার জেলাশাসক ডাক্তার সিদ্ধার্থ শিব জাসওয়াল। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, নিত্যযাত্রীদের দূর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে অফিস টাইমে ত্রিপুরার ব্যস্ততম সড়ক চেছুড়িমাই এলাকায় বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা এলাকায় জনগণ শাসকদলের নেতা রতন দেবনাথের পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ ও মাছির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শাসক দলের নেতা উক্ত পোল্ট্রি ফার্ম তৈরি করেছেন অভিযোগ এলাকাবাসী।বন্ধ হয়ে পড়ে দীর্ঘ সময় যান চলাচল। দীর্ঘ সময় সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করতে থাকে ক্ষুব্ধ জনগণ।

জানা যায় এই পোল্ট্রি ফার্মের বিরুদ্ধে একাধিকবার সোচ্চার হয়েছিল এলাকাবাসী। প্রশাসনের একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কদমতলা থেকে ধর্মনগর যাওয়ার মূল সড়কটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু একাধিকবার প্রশাসনের নিকট রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাছ কিছুই হয়নি। তাউ আজ বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন ইচাই জয়পুর এলাকার বাসিন্দারা। এদিকে, অবরোধের ফলে রাস্তার দুই দিকে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে কদমতলা থেকে ধর্মনগর যাওয়ার মূল সড়কটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী দুইদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। *প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ভ্রূকুটি আবারও ত্রিপুরার আকাশে উঁকিঝুঁকি মারছে। ভারি বর্ষণে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় মারাত্মক প্রভাবের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অন্তত, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম, সিপাহীজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহওয়া দফতর। তার পাশা পাশি, ১৯ জুন সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। তাছাড়া, রাজ্যের বাকি সব জেলায় আগামী দুইদিনের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে দফতর। প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। এদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ বাংলাদেশ সময় ০৫.৩০ মিনিটে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এর সাথে সম্পর্কিত উচ্চবায়ু ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার পরান্ত বিস্তৃত এবং উচ্চতার সাথে দক্ষিণে হেলে পড়েছে। এটি ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। তাই ১৭ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত ত্রিপুরার জেলাগুলির এক বা দুটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।*

আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম এবং সিপাহীজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। তেমনি, আগামী ১৯ জুন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং সিপাহীজলা জেলায় কমলা সতর্কতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আগরতলায় ১০ এমএম, এডিনগর ১৩.১ এমএম, বোধজংনগর ৫.৫ এমএম, জিরানিয়ায় ১০.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ১৪.৬ এমএম, বিশালগড়ে ৭ এমএম, গজারিয়ায় ১৭ এমএম এবং সোনামুড়া মোহনবাগে ৪.১ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৭.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৭.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গোমতী জেলায় উদয়পুরে ১৬ এমএম, অমরপুরে ২৯.৫ এমএম, করবুক ১৬.২ এমএম, কাঁকড়াবনে ১৭.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৫০.৪ এমএম, সাব্রুমে ৪০.৮ এমএম, বাগাফা ২৫.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ২০.২ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৬.৮ এমএম, আশাপাড়া ২৬.৫ এমএম, কদমতলায় ৩.৫ এমএম এবং নতুনবাজার ৪.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ১১ এমএম এবং কৈলাসহরে ৬.৬ এমএম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১৮ জুন,২০২৫ ইং
৩আষাঢ়, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নয়া প্রতারণার ফাঁদ

প্রতারকরা নানা কৌশলে প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়া মানুষের সর্বনাশ করিতেছে। সহজ সরল মানুষ এইসব প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়া সর্বস্ব হারাইতেছেন। দিন যত যাইতেছে প্রতারণের কৌশল বাড়িতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ব্যবহার করিয়া তাহারা এসব সর্বনাশা পথ অবলম্বন করিতেছে। এতদিন তাহারা ফোনের মাধ্যমে ওটিপি জানিয়ে একাউন্ট খালি করিয়া নিতো। ওটিপি জানিয়া অনলাইন প্রতারণা, ভিডিও কলে প্রতারণা, আধার এনাবেল পেমেন্টের মাধ্যমে প্রতারণা ইত্যাদি ফন্দি এখন পুরনো। সম্প্রতি বাড়িয়াছে ফেসবুক ব্যবহার করিয়া শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা। প্রতারকদের অভিনব পদ্ধতি, এবার শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের ফেসবুকের মাধ্যমে খুঁজিয়া তাহাদের শিকার বানাইতেছে প্রতারকরা। মানুষকে অধিক লাভের প্রলোভন দেখাইয়া প্রতারকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগ করিতে বলিতেছে। যাহারা অবসর নিয়াছেন তাহাদের মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করানোর নামে এই ধরনের প্রতারণা করা হইতেছে। এসএমএসের মাধ্যমে লিংক পাঠাইয়া ইনভেস্ট করাইতেছে। পরবর্তী সময় সাধারণ মানুষ বিনিয়োগের সেই টাকা ফেরত পাইতেছে না। বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করিয়া যাহারা শিক্ষিত তাহারাও টার্গেট হইতেছেন। তাই এই প্রতারণা থেকে সাবধান থাকিতে হইবে। এই ধরনের প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়া মানুষের অনেক টাকা ক্ষতি হইতেছে। তাই সাধারণকে সচেতন করিতে পুলিশের তরফে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা প্রয়োজন। প্রতারকদের এইসব নতুন নতুন কৌশল সম্পর্কে পুলিশ প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করিলে পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরও অবনতির দিকে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রতারকদের হাত হইতে সাধারন মানুষকে রক্ষা করিতে হইলে এইসব প্রতারক চক্রের নতুন নতুন কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা এইসব অপরাধ প্রবণতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন ধারণা নাই। পুলিশ প্রশাসনকেই এইসব বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করিতে হইবে। অন্যথায় সাধারণ মানুষ এইসব প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়া সর্বস্বান্ত হইবে। এখনো পর্যন্ত বহু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী অধিক মুনাফার লোভে এইসব প্রতারক চক্রদের ফাঁদে পা দিয়া সর্বোচ্চ হারাইয়াছেন। অতএব সাধু সাবধান!

দশজুড়ে ৫০ লাখের বেশি অসংগঠিত শ্রমিক উপকৃত: শ্রম মন্ত্রণালয়ের কল্যাণমূলক প্রকল্পে এক যুগের সাফল্য

নতুন দিল্লি, ১৭ জুন : ভারতের অসংগঠিত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার এক যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আজ বাস্তবে ৫০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম কল্যাণ মহাপরিচালক পরিচালিত এই প্রকল্পগুলি বিশেষ করে বিড়ি শিল্প, সিনেমা শিল্প এবং খনি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে নিবেদিত। দেশজুড়ে ১৮টি আঞ্চলিক কল্যাণ কমিশনারের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণ সংস্থা এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করছে। মূলত সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা এবং আবাসনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচিগুলি গৃহীত হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প, যার মাধ্যমে বিড়ি, সিনেমা ও অ-কয়লা খনিশ্রমিকদের সন্তানদের বছরে ১,০০০ থেকে ২৫,০০০ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বছর এই প্রকল্পে এক লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে এবং ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার পদ্ধতিতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়, যা পুরো প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ ও দ্রুততর করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পগুলি বড় ভূমিকা রাখছে। জাতীয় ডিসপেনসারি নেটওয়ার্ক থেকে আউটডোর চিকিৎসা এবং গুরুতর রোগের জন্য অর্থ ফেরতের সুবিধা দেওয়া হয়। হৃদরোগ, কিডনি প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার, যক্ষ্মা এবং ছোট অস্ত্রোপচারের মতো চিকিৎসার জন্য ৩০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। এতে করে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা এখন অনেক বেশি সুলভ হয়েছে।

২০১৬ সালে চালু হওয়া পুনর্গঠিত ইন্টিগ্রেটেড হাউজিং স্কিম বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে সরকার পূর্ববর্তী উপভোক্তাদের প্রতিও দায়বদ্ধতা পালন করছে এবং ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত তাঁদের বকেয়া কিস্তি প্রদান করেছে। এটি সরকারের "সবার জন্য সম্মানজনক আবাসন" নীতির একটি স্পষ্ট প্রতিফলন।

এই প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র আর্থিক বা সামাজিক সহায়তা প্রদান করছে না, বরং দেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ক্ষমতায়নের পথ খুলে দিচ্ছে। গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শ্রম কল্যাণ ব্যবস্থায় যে গঠনমূলক সংস্কার আনা হয়েছে, তা একদিকে যেমন কর্মজীবী মানুষদের মর্যাদা দিয়েছে, তেমনি উন্নয়নের মূলস্রোতে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভবিষ্যতে এই কল্যাণ কাঠামোকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর, সহজপ্রাপ্য ও ফলমুখী করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক।

বিশ্বব্যাপী পালিত মরুবিস্তার ও খরা প্রতিরোধ দিবস

নয়াদিল্লি, ১৭ই জুন : মঙ্গলবার ১৭ জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব মরুবিস্তার ও খরা প্রতিরোধ দিবস। এই দিনটি ভূমি ক্ষয় রোধ ও খরা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এবং এটি ভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরে। এই দিবসটি জাতিসংঘ মরুবিস্তার প্রতিরোধ সচিবালয় এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি বছরের প্রতিপাদ্য হলো "ভূমি ক্ষয় রোধ করুন, সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন"। এই থিমের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে ভূমি সংরক্ষণ কেবল পরিবেশ রক্ষাই নয়, এটি অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্য ও জল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায়ও কার্যকর ভূমিকা রাখে।ভারতে এই উপলক্ষে আজ রাজস্থানের জোধপুরে অবস্থিত শুষ্ক বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। কর্মশালাটির লক্ষ্য ২০২৫ সালের বৈশ্বিক লক্ষ্য অনুযায়ী জলবায়ু সহনশীলতা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, বন কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন।

এছাড়া, পরিবেশ ও শিল্প জগতে সহযোগিতার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে, আজ বিকেল ৩টায় ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি আয়োজিত একটি বিশেষ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওয়েবিনারটির শিরোনাম "ফরেস্ট এন্ড ফিনান্স: আনলোকিং দ্য পাওয়ার অফ কার্বন মার্কেটস এন্ড রেডড্ি"। এই আলোচনায় বন সংরক্ষণ, কার্বন বাজার এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হবে। মরুবিস্তার ও খরা প্রতিরোধ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভূমি রক্ষা কেবল একটি পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, বরং এটি ভবিষ্যতের জন্য টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিও।

ভুল সংশোধন

মঙ্গলবার দুইয়ের পাতায় 'মুক্ত দুনিয়ায় বন্দা ছেলে' শিরোনামটি ভুল প্রকাশিত হয়েছে। তার বদলে পড়তে হবে 'মুক্ত দুনিয়ায় বন্দী ছেলে'। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণ

তাহসিন আলম

এক হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিকে বলা যায়, পৃথিবী ডুবে গেছে প্লাস্টিকের সাগরে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। সঙ্গে বাড়ছে প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাও। প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ থেকে ২ কোটি ৩ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জলজ বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। প্লাস্টিক দূষণ হয়ে উঠছে চরম পরিবেশগত সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাস্তুসংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট জীবন। কীভাবে হচ্ছে এসব? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় আছে? এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ বা আফ্রিকার দেশগুলোতে প্লাস্টিক দূষণ বেশি হয়। কারণ এসব জায়গায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশবান্ধব নয়। কিন্তু কম রিসাইক্লিং হারের কারণে কিছু উন্নত দেশেও প্রচুর প্লাস্টিক দূষণ হয়। প্লাস্টিকের উৎপাদন এবং গণহারে ব্যবহারের ইতিহাস সর্বোচ্চ ১০০ বছরের পুরোনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাজার হাজার নতুন প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। আর এখন প্লাস্টিক ছাড়া বিশ্বকে কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সব দেশ ইচ্ছামতো প্লাস্টিক ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যবশত প্লাস্টিক শত শত বছরেও নষ্ট হয় না। তাই এটা এখন মানুষের মাথাব্যথায় পরিণত হয়েছে।

শুধু ২০২০ সালেই বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক শিল্প থেকে প্রায় ১৮০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ গ্যাস নির্গত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনের তথ্যানুসারে, ২০২০ সালে প্লাস্টিকের প্যাকেট তৈরিতে ১ কোটি ৪৬ লাখ মেট্রিক টন প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। যা মোট প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রায় ২৮ শতাংশ। এই প্যাকেটগুলো আবার যাচ্ছে নদী বা সাগরে। সেখানে বিভিন্ন প্রাণীরা একে গ্রহণ করছে খাদ্য হিসেবে। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে প্লাস্টিকগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। ইউটিউবে এমন অনেক ভিডিও দেখা যায়, যেখানে সী লায়নের শরীরে প্লাস্টিক বাজেভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী প্লাস্টিকের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার ভিডিও অনেক আছে অনলাইনে। এখানেই শেষ নয়। প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে বাতাসে বিষাক্ত পদার্থ মিশে বাতাসকে দূষিত করছে। আর সেই বাতাস আমাদের দেহের ক্ষতি করছে। প্লাস্টিক দূষণের ফলে পরিযায়ী পাখিরাও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এমনকি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক প্রজনন। বিভিন্ন প্রাণীদের মতো মানুষের রক্তেও পাওয়া গেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। আপনার নিষ্পাপ শিশুটাও শিকার হচ্ছে প্লাস্টিক দূষণের। পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর! প্লাস্টিক দূষণ বাস্তুতন্ত্রের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং লাখ লাখ মানুষের জীবিকা, খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক কল্যাণকে সরাসরি প্রভাবিত করে এরই মধ্যে আবার নতুন বিপদের কথা শুনিয়েছেন সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অব গোথেনবার্গের গবেষকেরা। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে, প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারও অনিরাপদ। কারণ রিসাইকেল প্লাস্টিকেও তাঁরা বিষাক্ত পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য যা খুব মারাত্মক। প্লাস্টিক দূষণ প্রাণীদের স্বাভাবিক বাসস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে পরিবর্তন করতে পারে। বাস্তুতন্ত্রের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং লাখ লাখ মানুষের জীবিকা, খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক কল্যাণকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ইউএনইপি-এর কর্মশালা থেকে জানা যায়, এই পলিমারিক উপাদানটির পরিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলিকে অন্যান্য পরিবেশগত চাপের পাশাপাশি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর

প্রদীপ দেব

মহাবিশ্বের মহাজাগতিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেকগুলো শক্তিশালী টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে। কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে ছুটে আসা মহাজাগতিক বিদ্যুৎ—চুম্বক তরঙ্গ শনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করে মহাজাগতিক ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য মহাকাশেই স্থাপন করা হয়েছে 'অবজারভেটরি' বা মানমন্দির। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবজারভেটরি, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কিলোমিটার দূরে মহাকাশে ভেসে ভেসে মহাজাগতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করছে, তার নাম 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি'। যাঁর নাম অনুসারে এই অবজারভেটরির নাম রাখা হয়েছে, তিনি আমাদের উপমহাদেশের সন্তান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর। বিজ্ঞানী মহলে যিনি 'চন্দ্র' নামে পরিচিত। ১৯৯৮ সালে নাসা তাদের নতুন এক্স-রে অবজারভেটরির জন্য নাম আহ্বান করে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। প্রায় ছয় হাজার মানুষ চিঠি লিখে নাম পাঠান। এর মধ্যে বেশির ভাগই বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর নাসার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, এক্স-রে অবজারভেটরির নাম রাখা হবে 'চন্দ্র'। অবজারভেটরি সেন্টারের পরিচালক হার্ভি ট্যানানবাম বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝার জন্য সারা জীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন চন্দ্রশেখর।

ব্রিটিশ অ্যাস্ট্রোনোমার জেনারেল মার্টিন রিজের মতে, আইনস্টাইনের পর চন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মহাবিশ্ব নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে এবং এত গভীরভাবে ভেবেছেন। পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের মতে, চন্দ্রশেখর মহাবিশ্বকে বুঝেছিলেন আইনস্টাইনের চেয়েও সঠিকভাবে; কারণ, আইনস্টাইন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, আর চন্দ্রশেখর ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৩ সালে। নক্ষত্রের ভরের সীমাসংক্রান্ত যে গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান, সেই গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল এই উপমহাদেশে ১৯২৯ সালে, চন্দ্রশেখরের বয়স তখন মাত্র ১৯ বছর।

চন্দ্রশেখর নিজের জন্মতারিখ বলতেন 'নাইন্টিন টেন নাইন্টিন টেন' অর্থাৎ 'উনিশ দশ উনিশ শ দশ। ১৯১০ সালের ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে (বর্তমানে পাকিস্তান) জন্ম চন্দ্রশেখরের। চন্দ্রশেখরের বাবা সুব্রাহ্মনিয়ান ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কাকা ভেঙ্কটরমনও (নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সি ভি রমন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগপর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন। ১৯১০ সালে চন্দ্রশেখরের জন্মের সময় সুব্রাহ্মনিয়ান নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ডেপুটি অডিটর জেনারেল হিসেবে লাহোরে কর্মরত ছিলেন। বদলির চাকরির কারণে কয়েক বছর পরপর তাঁদের বাসস্থান বদলে যেত। ফলে চন্দ্রশেখরের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বাড়িতেই। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে বাবা ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করেছেন চন্দ্রশেখর। ইচ্ছেমতো গণিত ও ইংরেজির পাঠ নিয়েছেন। চন্দ্রশেখরের ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। ১৪ বছরে স্কুল সার্টিফিকেট পাস করে চন্দ্রশেখর ভর্তি হন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে ডিস্টিংশনসহ উচ্চমাধ্যমিক পাস করলেন চন্দ্রশেখর। পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বিএসসিতে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিরিজ বক্তৃতা দিয়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে বক্তৃতা দিতে এলেন আর্নল্ড সমারফেল্ড। এত বড় একজন পদার্থবিজ্ঞানীর লেকচার শুনতে পারবেন ভেবে চন্দ্রশেখর ভীষণ উত্তেজিত। তিনি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছেন সমারফেল্ডের বিখ্যাত বই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্পেকট্রা লাইন্স। শুধু পড়া নয়, বইতে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধানও করে ফেলেছেন নিজে নিজে সমারফেল্ডের বক্তৃতার পরের দিন আত্মবিশ্বাসী তরুণ চন্দ্রশেখর হোটেলে গিয়ে দেখা করলেন সমারফেল্ডের সঙ্গে। চন্দ্রশেখরের আগ্রহ আর এত কম বয়সেই পরমাণুর গঠন---সম্পর্কিত জটিল ধারণাগুলো আয়ত্ত করে ফেলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন সমারফেল্ড। কিন্তু তিনি যখন বললেন, তাঁর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বইয়ে বর্ণিত কোয়ান্টাম মেকানিকসের তত্ত্বগুলো ইতিমধ্যে পুরোনো হয়ে গেছে, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর। সমারফেল্ড অনেকক্ষণ ধরে কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের কথা বললেন চন্দ্রশেখরকে। বললেন শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক ও পাউলির নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা। চন্দ্রশেখর ম্যাক্সওয়েল- বোল্টজম্যানের ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিকস আত্মস্থ করেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু সমারফেল্ড জানালেন ম্যাক্সওয়েল- বোল্টজম্যান তত্ত্বেও পরিবর্তন আসছে। সমারফেল্ড কোয়ান্টাম মেকানিকসের আলোকে ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকস সম্পর্কিত তাঁর প্রকাশিতব্য একটা গবেষণাপত্রের প্রুফ পড়তে দিলেন চন্দ্রশেখরকে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে পদার্থের ইলেকট্রন তত্ত্বের ওপর প্রথম পেপারটি পড়ে ফেললেন চন্দ্রশেখর, প্রকাশিত হওয়ার আগেই। জ্বলতে জ্বলতে নিজের নিউক্লিয়ার শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে হোয়াইট ডোয়ার্ফে পরিণত হয়েছে একটা নক্ষত্র সমারফেল্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯২৮ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিকস---এ প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের প্রথম গবেষণাপত্র থার্মোডায়নামিকস অব দ কম্পটন ইফেক্ট উইথ রেফারেন্স টু দ্য স্টারস। তারপর সমারফেল্ডের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকসের পেপারটির ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি রচনা করেন চন্দ্রশেখর। দ্য কম্পটন স্ক্যাটারিং অ্যান্ড দ্য নিউ স্ট্যাটিসটিকস শিরোনামের পেপারটির বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে চন্দ্রশেখর ভাবলেন, পেপারটি রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশ করবেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটির কোনো ফেলোর সুপারিশ ছাড়া রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য কোনো গবেষণাপত্র বিবেচিত হয় না। চন্দ্রশেখর চাইলেই তাঁর কাকা ভেঙ্কটরমনের মাধ্যমে পেপারটি রয়েল সোসাইটিতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তিনি চাননি ব্যক্তিগত পরিচিতি কাজে লাগাতে। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন আসা সায়েন্টিফিক জার্নাল খুঁজে দেখলেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো রালফ ফাওলার ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকস কাজে লাগিয়ে শ্বেত-বামনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দ্রশেখর জার্নাল থেকে ঠিকানা নিয়ে রালফ ফাওলারের কাছে তাঁর পেপারটি পাঠিয়ে দিলেন। ফাওলার এত উঁচুমানের পেপার পেয়ে খুশি হয়েই রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯২৯ সালে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গবেষণাপত্র। ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স পাস করার আগেই চন্দ্রশেখরের আরও দুটি পেপার প্রকাশিত হয় ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। সে বছরই স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে রওনা হলেন চন্দ্রশেখর কেমব্রিজে গিয়ে প্রফেসর রালফ ফাওলারের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করার জন্য। প্রফেসর ফাওলারের শ্বেত—বামন তত্ত্ব—সংক্রান্ত যত পেপার প্রকাশিত হয়েছে, তার সব কটিই গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন চন্দ্রশেখর কেমব্রিজে যাওয়ার আগেই। ফাওলারের তত্ত্ব সম্প্রসারণ করে নিজেই একটা পেপার লিখে সঙ্গে নিয়েছিলেন জাহাজে ওঠার আগে। আর জাহাজে বসে হাত দিলেন নতুন আরেকটি পেপার লেখার কাজে। প্রফেসর রালফ ফাওলার শ্বেত বামন নক্ষত্রের ধর্মাবলি ব্যাখ্যা করেছেন ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন ব্যবহার করে। যেসব নক্ষত্র জ্বলতে জ্বলতে সেগুলোর নিউক্লিয়ার শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে, সাধারণত সেই সব নক্ষত্রকে হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত---বামন বলা হয়। এই নক্ষত্রগুলোর মহাকর্ষ বল এত বেড়ে যায় যে সেগুলোর ঘনত্ব সাধারণ পদার্থের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি হয়ে পড়ে। ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো তাপ বিকিরণ করে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে শুরু করে। ফাওলার শ্বেত-বামনের ভর ও ঘনত্বের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সেই সময়ের পরীক্ষামূলক ফলাফলের সঙ্গে মিলে যায়।

জাহাজে বসে চন্দ্রশেখর নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন শ্বেত-বামনের ঘনত্ব ও ভর নিয়ে। ফাওলার ইলেকট্রনকে নন-রিলেটিভিস্টিক বা অনাপেক্ষিক কণা হিসেবে ধরে নিয়ে হিসাবের মধ্যে নিউটনিয়ান মেকানিকস প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শ্বেত---বামনের কেন্দ্রে ইলেকট্রনগুলো এত জোরে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা কিছুতেই অনাপেক্ষিক থাকতে পারে না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এখানে প্রয়োগ করতেই হবে। নক্ষত্রগুলোর একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ধরে নিয়ে ফাওলার হিসাব করে দেখিয়েছেন, শ্বেত---বামনের ঘনত্ব হবে ভরের বর্গের সমানুপাতিক। একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা বোঝা যায়। নক্ষত্রের ভর যত বেশি হবে, মাধ্যাকর্ষণ বল তত বেশি হবে; ফলে নক্ষত্রের ভেতরের পদার্থগুলো ঘন হয়ে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাবে আর ঘনত্ব বেড়ে যাবে। ফলে নক্ষত্রের আয়তন খুব কমে যাবে। সেগুলো এত ছোট হয়ে যাবে যে সেগুলো আর দেখা যাবে না। সে কারণেই সূর্যের চেয়ে বেশি ভরের কোনো শ্বেত---বামন নক্ষত্র দেখা যায় না। চন্দ্রশেখর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখলেন, ভরের তুলনায় শ্বেত---বামনের ঘনত্ব ফাওলারের হিসাবের তুলনায় আরও অনেক বেড়ে যায়। ভর বৃদ্ধির সঙ্গে ঘনত্বের দ্রুত বৃদ্ধিই শুধু হয় না, একটা নির্দিষ্ট ভরের বেশি হলে ঘনত্বের পরিমাণ হয়ে যায় অসীম। ভরের এই নির্দিষ্ট সীমাই পরে 'চন্দ্রশেখর লিমিট' হিসেবে গৃহীত হয়। ভরের এই সীমা নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে।

চন্দ্রশেখর জাহাজে বসে ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর আগেই লিখে শেষ করলেন তাঁর পেপার 'দ্য ম্যাক্সিমাম মাস অব আইডিয়েল হোয়াইট ডোয়ার্ফ'। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে কোনো শ্বেত---বামনের ভর সূর্যের ভরের ৯০ শতাংশের বেশি হলে তার ঘনত্ব অসীম হয়ে যাবে। পরে অবশ্য এই মান কিছুটা পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে চন্দ্রশেখর লিমিট হলো সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ। এর ৫৩ বছর পর ১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কার পান এই কাজের জন্য, যা তিনি করেছিলেন মাত্র ১৯ বছর বয়সে ভারত থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে জাহাজে বসে। কেমব্রিজে গিয়ে প্রফেসর ফাওলারের সঙ্গে দেখা করলেন চন্দ্রশেখর। ফাওলারের সঙ্গে দেখা করেই তিনি নতুন লেখা পেপার দুটি দেখালেন। প্রথম পেপার, যেটাতে ফাওলারের কাজ বিস্তৃত করা হয়েছে, তা খুশি মনে মেনে নিলেন ফাওলার এবং রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পেপার যেটাতে চন্দ্রশেখর ভরের সীমা হিসাব করেছেন, সেটা নিয়ে ফাওলার দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। ফাওলার বললেন পেপারটা এডওয়ার্ড মিলনির কাছে পাঠিয়ে মতামত নিতে। কিন্তু কয়েক মাস পরও ফাওলার বা মিলনির কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না পেপারটির ব্যাপারে। চন্দ্রশেখর বুঝতে পারলেন যে ফাওলার হয়তো চাচ্ছেন না যে পেপারটি এখন প্রকাশিত হোক। চন্দ্রশেখর আর অপেক্ষা করলেন না। পেপারটির ছোট একটা সংস্করণ (মাত্র দুই পৃষ্ঠা) পাঠিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে। পরের বছর অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের বিখ্যাত গবেষণাপত্রদ্য ম্যাক্সিমাম মাস অব আইডিয়েল হোয়াইট ডোয়ার্ফ (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল, (১৯৩১) সংখ্যা ৭৪, পৃ. ৮১-৮২)।

রিলেটিভিস্টিক আয়োনাইজেশন ও মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে ১৯৩৩ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করলেন চন্দ্রশেখর। এরপর ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পেলেন। রামানুজনের পরে চন্দ্রশেখরই হলেন দ্বিতীয় ভারতীয়, যিনি এই ফেলোশিপ পেলেন। ১৯৩৪ সালের মধ্যে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের আলোকে শ্বেত—বামনের ভর ও ঘনত্বের সীমা নিয়ে বিস্তারিত হিসাবসহ দুটি পেপার প্রকাশের জন্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে জমা দিলেন। রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে সোসাইটির মাসিক সভায় বক্তৃতা দেন চন্দ্রশেখর। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যার আর্থার এডিংটন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেই সময় এডিংটনের কথাই শেষ কথা। এডিংটন চন্দ্রশেখরের গবেষণাকে স্বীকৃতি তো দিলেনই না; বরং অপমান করলেন। এডিংটনের মতে যে কোনো তারাই শক্তিক্ষয়ের পর একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই মরে যাবে। সেখানে শ্বেত—বামন বা ভরের সীমার কোনো শর্ত থাকতে পারে না।

এর প্রায় দুই যুগ পর চন্দ্রশেখর লিমিট নিজের যোগ্যতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। চন্দ্রশেখরের সীমার চেয়ে বেশি ভরের তারাগুলোর ভবিষ্যৎ কী? এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন পাওয়া না গেলেও আজ আমরা সবাই জানি যে এরা 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাকহোল'—এ রূপান্তরিত হয়। এডিংটনের কারণে ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রশেখরের। ১৯৩৫ সালে তিনি পাড়ি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। চার মাস কাজ করলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর যোগ দিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪২ সালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ১৯৪৪ সালে ফুল প্রফেসর হন চন্দ্রশেখর। ১৯৫২ সালে 'মরটন ডি হাল ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস প্রফেসর' হন। ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণের পরও ইমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে আমৃত্যু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন চন্দ্রশেখর। ৪৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ৫১ জন গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি পান চন্দ্রশেখরের তত্ত্বাবধানে। ১৯৯৫ সালের ২১ আগস্ট চন্দ্রশেখর মারা যান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

১ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত অমরনাথ যাত্রার সমস্ত রুটকে "নো ফ্লাই জোন" ঘোষণা করল জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন

শ্রীনগর, ১৭ জুন: অমরনাথ যাত্রা ২০২৫ উপলক্ষে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ১ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত যাত্রার সমস্ত রুটকে 'নো ফ্লাই জোন' (উড়ান নিষিদ্ধ এলাকা) হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এল-জি) অমরনাথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে আকাশপথে কঠোর নিরাপত্তা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই অনুসারেই পহেলগাঁও ও বালতালের সমস্ত যাত্রাপথে উড়ান নিষিদ্ধ থাকবে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "অমরনাথ যাত্রা ২০২৫, যা ৩ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারিত, সেই সময়কালে যাত্রার নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অতিরিক্ত লজিস্টিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পরামর্শ অনুযায়ী, সম্পূর্ণ যাত্রাপথকে 'নো ফ্লাই জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় সমস্ত ধরনের উড়ানযন্ত্র যেমন ড্রোন, ইউএভি, বেলুন ইত্যাদি উড়ানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তবে, এই নিষেধাজ্ঞা চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলির জন্য শীঘ্রই একটি বিস্তারিত এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর) জারি করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, "অমরনাথ যাত্রার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিচালনার জন্য সমস্ত ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।"

সপ্তাহব্যাপী অভিযানে সেনা ও অসম রাইফেলসের সাফল্য: মণিপুরে চারজন গ্রেফতার, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার

ইম্ফল, ১৭ জুন: মণিপুরে অশান্ত পরিস্থিতির মাঝে ভারতীয় সেনা ও অসম রাইফেলসের নেতৃত্বে এক সপ্তাহব্যাপী অভিযানে সাফল্য এসেছে। ৮ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত চালানো এই গোয়েন্দা ভিত্তিক সমন্বিত অভিযানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে চারজন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসঙ্গে উদ্ধার হয়েছে ২৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১০টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), গ্রেনেড, প্রচুর গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী।

এই অভিযানগুলি পাহাড়ি ও উপত্যকা উভয় এলাকায় চালানো হয়, যার মধ্যে রয়েছে থৌবাল, চুরাচাঁদপুর, কাকচিং, টেঙনৌপাল, ইম্ফল ইস্ট ও ইম্ফল ওয়েস্ট জেলা। কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ও মণিপুর পুলিশের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী এবং অসম রাইফেলস যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে।

৮ জুন টেঙনৌপালের মোরেহর মিশন ভেং এলাকায় অসম রাইফেলস ও বিএসএফ দুইটি ইম্প্রোভাইজড মর্টার উদ্ধার করে। ১২ জুন থৌবালের ইকপ পাত এলাকায় উদ্ধার হয় একটি .৩০৩ রাইফেল ও একটি ৯ এমএম পিস্তল সহ পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র। একই দিনে চুরাচাঁদপুর জেলার টি লামলাই ও কুভান গ্রামের মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে আরও চারটি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়।

ইম্ফল ইস্ট জেলার চামফাই এলাকায় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ১৩ জুন টেঙনৌপালে উদ্ধার হয় একটি ৯ এমএম কারবাইন, দুটি পিস্তল ও ১০টি আইইডি। ১৪ জুন কাকচিং জেলার চায়রেল খুনো এলাকায় সেনা, অসম রাইফেলস ও মণিপুর পুলিশের যৌথ অভিযানে মেলে চারটি অস্ত্র, ছয় কেজি বিস্ফোরক, গ্রেনেড ও অন্যান্য সামগ্রী। একই দিনে ইম্ফল ইস্টের থায়োং পাহাড় এলাকা থেকে আরও দুটি রাইফেল ও গুলি উদ্ধার হয়।

গ্রেফতার হওয়া চারজনকে জেরা করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। ধৃতদের ও উদ্ধার হওয়া সমস্ত অস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী মণিপুর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সিকিমে নেপালি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার দাবিতে প্রাক্তন সাংসদদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন

গ্যাংটক, ১৭ জুন: সিকিম রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদদের একটি ফোরাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে, যাতে সিকিমের নেপালি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও কল্যাণ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই আবেদন ঐতিহাসিক ও আইনি প্রেক্ষাপটে ভিত্তি করে গঠিত। প্রাক্তন সাংসদদের বক্তব্য অনুযায়ী, যাঁরা চোগিয়ালের শাসনকালে সিকিমের প্রজারূপে স্বীকৃত ছিলেন এবং 'সিকিম সাবজেক্ট রেজিস্টার'-এ নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অধিকার ও মর্যাদা আজ রক্ষার প্রয়োজন।

১৯৬১ সালের সিকিম সাবজেক্ট রেগুলেশন অনুযায়ী রেজিস্টার করা এই নেপালি-উৎপত্তির সিকিমবাসীরা ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৫-এ সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ভারতের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পান।

প্রাক্তন সাংসদ ফোরাম ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭১এফ-এর বিভিন্ন ধারাবিশেষ করে (এফ), (কে), (এল), (এম), (এন) ও (ও)উল্লেখ করেছেন, যা সিকিমের মানুষের অধিকার ও স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষার জন্য সংবিধানে সংরক্ষিত। তাঁদের মতে, এই সাংবিধানিক গ্যারান্টিগুলি পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলে নেপালি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে না।

আবেদনপত্রে তাঁরা চোগিয়ালের শাসনামলে নেপালি সাবজেক্ট হোল্ডারদের জন্য রাজ্য বিধানসভায় সংরক্ষিত একটি আসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন। এই আসনটি মূলত সিকিমি নেপালি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্ধারিত ছিল। এটাই প্রথম নয় যে ফোরাম এই ইস্যু তুলেছে। এর আগেও তাঁরা সিকিমের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একাধিকবার আবেদন জানিয়ে তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। বর্তমান আবেদনপত্রের একটি অনুলিপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও পাঠানো হয়েছে, যা বিষয়টির গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

'সনাতন গৌরব পুনর্গঠিত হচ্ছে, যা হারিয়েছিলাম তা আরও দৃঢ় সংকল্পে ফিরে আসছে' : উপ-রাষ্ট্রপতি

পুদুচেরি, ১৭ জুন: পুদুচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেন, "সনাতন গৌরব এখন পুনর্গঠিত হচ্ছে। যা হারিয়েছিলাম তা আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে আরও শক্তিশালী সংকল্পে।"তিনি বলেন, "তক্ষশীলা, নালন্দা, মিথিলা, বল্লভী এই সব প্রাচীন বিদ্যাপীঠ একসময় ভারতের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল। সারা বিশ্ব থেকে পণ্ডিতরা আসতেন এই জ্ঞানের আলো গ্রহণ করতে। কিন্তু ইসলামী আক্রমণ এবং পরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের জ্ঞান ঐতিহ্যে মারাত্মক আঘাত আসে। খলজী বখতিয়ারের আক্রমণে ৯ তলা বিশিষ্ট নালন্দার গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়। লক্ষ লক্ষ পুঁথি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'ভারতের আত্মাকে ধ্বংস করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই আত্মা অবিনাশী।'"

ধনখড় বলেন, "রাজনীতিতে আমরা পার্থক্য তৈরি না করে ভিন্নতা দেখাতে বেশি আগ্রহী। এ প্রবণতা আমাদের বৈদিক দর্শনের 'অনন্তবাদ'-এর পরিপন্থী। মত প্রকাশ, বিতর্ক এবং সংলাপ এইগুলো হওয়া উচিত আমাদের রীতিনীতির অংশ। রাজনীতির উষ্ণতা কমানো দরকার। গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ যথেষ্ট উষ্ণতা বাড়াচ্ছে, আমাদের ধৈর্য্যের হিমবাহ গলিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।"তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আহ্বান জানান, "দয়া করে রাজনীতিতে উত্তেজনা কমান। দেশ যখন এগিয়ে চলেছে, তখন সংঘর্ষ নয়, সংলাপ প্রয়োজন। ভারতের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশের পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য অত্যন্ত জরুরি।"

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "একসময় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ছিল সমাজসেবার মাধ্যম। এখন সেগুলো লাভের ব্যবসায় রূপ নিচ্ছে। আমাদের উচিত ভারতীয় গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শে ফিরে যাওয়া, যা সংবিধানের ছবিতেও প্রতিফলিত হয়েছে।" তিনি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সিএসআর তহবিল ব্যবহার করে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ভাষা প্রসঙ্গে ধনখড় বলেন, "ভাষা নিয়ে বিভেদ নয়, কারণ আমাদের ভাষাই আমাদের অন্তর্ভুক্তির পরিচায়ক। সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, ওড়িয়া, মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, অসমিয়া এগুলো আমাদের ক্লাসিক্যাল ভাষা। সংসদে ২২টি ভাষায় বক্তৃতা করার অনুমতি আছে। এটাই আমাদের ঐক্যের দৃষ্টান্ত।"

তিনি বলেন, "বিশ্বের উন্নত গণতন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি নির্ভর করে প্রাক্তনীদের অনুদানের

কোল ব্লকের ২০০তম বরাদ্দের ঐতিহাসিক অর্জন করল কয়লা মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ১৭ জুন: ভারতের কয়লা খাতে এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল কয়লা মন্ত্রক। মারওয়াটোলা---জ্জজ্জ কয়লা ব্লকটি সিংঘাল বিজনেস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে বরাদ্দ করে দেশের মোট বরাদ্দকৃত কয়লা খনির সংখ্যা ২০০-তে পৌঁছে গেল। এটি দেশের কয়লা খাতে আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই উপলক্ষে মনোনীত কর্তৃপক্ষ সমস্ত শিল্প অংশীদারদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাঁদের নিরবিচার সহায়তা ও আস্থা এই সাফল্যের পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াগত বাধা দূর করে দ্রুত ব্লক পরিচালনা নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাবে কয়লা মন্ত্রক।এই সংখ্যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনযা দেশীয় কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানিনির্ভরতা কমাতে ও শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। এই উদ্যোগ দেশের আর্থিক বিকাশ ও কৌশলগত স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

গত কয়েক বছরে কয়লা মন্ত্রক একাধিক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেযার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক কয়লা খনির সূচনা, সিঙ্গল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমের প্রবর্তন এবং ডিজিটাল

আসামে ওএনজিসি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫০ পরিবারের জন্য ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার

শিবসাগর, ১৭ জুন: অ্যাসাম সরকার শিবসাগর জেলার ওএনজিসি-র একটি তেলের কূপে বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩৫০টি পরিবারের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরুরি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এই বিস্ফোরণটি ১২ জুন শুরু হয়েছিল আরডিএস ১৪৭ নম্বর কূপে, যার ফলে এখনও গ্যাস নির্গমন অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক বিবৃতিতে জানান, "এই ক্যাম্পে প্রায় ৩৫০টি পরিবার রয়েছে এবং তারা উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে... ক্ষতিপূরণ পরে নির্ধারিত হবে। আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে।" বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অস্থায়ী ক্যাম্পে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং সেখানেই প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি দিল্লিতে শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, "আমি গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর তার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করব।" রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে এই সঙ্কট মোকাবিলায় কাজ করছে।

ওএনজিসি জানিয়েছে, গ্যাস নির্গমন বন্ধ করার জন্য আমেরিকা থেকে একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং কেন্দ্রও সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, প্রয়োজনে আরও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। এক কর্মকর্তা বলেন, "প্রয়োজনে আমরা আরও সহায়তা করব এবং আমি নিজে আবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাব।"

স্থানীয় সংগঠনগুলি এ বিষয়ে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে। 'বীর লাচিত সেনা' নামের একটি আঞ্চলিক সংগঠনের নেতা শৃঙ্খল চালিহা বলেন, "ওএনজিসি ক্ষতিপূরণ দেবে, কিন্তু এসকে পেট্রো সার্ভিসেস দায় এড়াতে পারে না। এই সংস্থাকেও সহায়তা দিতে হবে।"

ওএনজিসি জানায়, এই দুর্ঘটনা কূপে নতুন প্রোডাকশন জোন চালুর আগের "লগিং পারফোরেশন" প্রক্রিয়ার সময় ঘটে। এক কর্মকর্তা বলেন, "যখন পারফোরেশন চলছিল, তখনই হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গ্যাস বেরোতে শুরু করে এবং বিস্ফোরণ ঘটে।"

জেলাশাসন সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থলের বায়ু দূষণ মাত্রা এখনও নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে রয়েছে এবং অসম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে।

এই সঙ্কট মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্র একযোগে কাজ করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরিস্থিতি এখনও সঙ্কটজনক থাকলেও সমন্বিত প্রচেষ্টায় দ্রুত সমাধানের পথে এগোচ্ছে প্রশাসন।

ভারত-ফ্রান্স যুগ্ম সামরিক মহড়া 'শক্তি'-তে অংশ নিতে ফ্রান্স রওনা দিল ভারতীয় সেনা দল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: অষ্টম দ্বিবার্ষিক ভারত-ফ্রান্স যুগ্ম সামরিক মহড়া 'শক্তি'-তে অংশগ্রহণের জন্য আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি প্রতিনিধি দল ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে ১৮ জুন থেকে ১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত, ফ্রান্সের লা কাভালরি অঞ্চলের ক্যাম্প লারজাক-এ।

ভারতীয় সেনা প্রতিনিধিদলে মোট ৯০ জন সেনা রয়েছেন, যার নেতৃত্বে থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেলস-এর একটি ব্যাটালিয়ন। এছাড়াও অন্যান্য শাখা ও পরিষেবার সদস্যরাও থাকবেন এই দলে। ফরাসি সেনার পক্ষ থেকেও ৯০ জন সদস্য এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছেন, যাঁরা ১৩তম ফরেন লিজিয়ন হাফ ব্রিগেড থেকে আসছেন।

'শক্তি' মহড়া একটি দ্বিবার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন, যার লক্ষ্য ভারতীয় ও ফরাসি সেনার মধ্যে পরিচালনাগত সমন্বয়, মিলিটারি-টু-মিলিটারি সংযোগ এবং সহযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি। এবারের মহড়ায় জাতিসংঘ সনদের অধ্যায় ঝজ্জজ্জ অনুযায়ী উপ-প্রথাগত পরিবেশে যৌথ অভিযান-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ চলবে আধা-নগর অঞ্চলের ভূখণ্ডে।

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 04/07/2025 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Ramp with Handrail in Radhanagar High, Noagaon JB, Jharjharia JB, DugraiKami MB SB (Gatha bill BP) under West District,Elementary Level of SamagraShiksha for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 33/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 42/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.2,96,000.00	Rs.5,920.00	60 days	Up to 3PM 04/07/2025	At 05/07/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder
ICA/C/1048/25

Executive Engineer,
Samagra Shiksha, Tripura

PNIT NO: 09/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 12/06/2025

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders for five nos. work Tenders as follows-

SL. No.	DNIT No. & Date	Last Date & Time	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY / BID FEE (Non Refundable)	TIME FOR COMPLETION
1	03/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26, Dated- 17/04/2025.	24/06/2025 15.00 Hours	Rs. 32,35,876.00	Rs. 64,718.00 / Rs. 1,000.00	180 Days
2	11/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 23/05/2025.		Rs. 2,50,880.00	Rs. 5,018.00 / Rs. 1,000.00	30 Days
3	12/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 23/05/2025.		Rs. 2,86,720.00	Rs. 5,734.00 / Rs. 1,000.00	30 Days
4	12/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26, Dated- 06/06/2025		Rs. 82,42,400.00	Rs. 1,64,848.00 / Rs. 4,000.00	180 Days
5	13/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26, Dated- 06/06/2025		Rs. 63,40,551.00	Rs. 1,26,811.00 / Rs. 4,000.00	90 Days

For details visit website- https://tripuratenders.gov.in e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 1043/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD Amarpur Division

Date:-17/06/2025

Academic Notice for ITI Lateral Entry -2025

This is for information to all concerned that merit list for Lateral Entry into Diploma 3rd Semester for ITI pass out students will be available in the website https://highereducation.tripura.gov.in as per the schedule given below:-

Publication of merit List	19th June 2025 (Wednesday) from 04:00 PM onwards
Choice filling by candidates in portal https://deeet.tripura.gov.in/ , by logging in with credentials available to the candidates.	19th June 2025 (Wednesday) from 04:00 PM onwards up to 25th June 2025(Wednesday) 11:59 PM

NB:
1. Choice filling is mandatory for seat allotment to a candidate.
2. Candidates are advised to give choices as many combinations as available. Candidates can opt for inter disciplinary courses also as per their choice.
3. No further change in choices will be possible after the stipulated time
4. The filled in choices within the above stipulated time will be utilized for all online rounds of counseling.
5. Seat matrix for ITILE 2025 is available at notice section of DHE Tripura website

একাডেমিক নোটিশ

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইটিআই উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা তৃতীয় সেমিস্টারে ল্যাটারাল এন্ট্রির জন্য মেধা তালিকা https://highereducation.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে নিচের সময়সূচী অনুযায়ী প্রকাশিত হবে:

বিষয়	সময়সূচী
মেধা তালিকা প্রকাশ	১৯ জুন ২০২৫ (বুধবার) বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা থেকে
প্রার্থীদের দ্বারা চয়েস পূরণ	১৯ জুন ২০২৫ (বুধবার) বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা থেকে ২৫ জুন ২০২৫ (বুধবার) রাত ১১:৫৯ ঘটিকা পর্যন্ত

প্রার্থীরা তাদের নিজস্ব লগইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে https://deeet.tripura.gov.in/ পোর্টালে চয়েস পূরণ করতে পারবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:১. একজন প্রার্থীর আসন বরাদ্দের জন্য চয়েস পূরণ বাধ্যতামূলক। ২. প্রার্থীদের উপলব্ধ সকল সমন্বয় (combinations) থেকে যতটা সম্ভব বেশি চয়েস দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী আন্তঃবিষয়ক কোর্সও নির্বাচন করতে পারবেন। ৩. নির্দিষ্ট সময়ের পর চয়েসে আর কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। ৪. উপরোক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করা চয়েসগুলো অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের সকল রাউন্ডের জন্য ব্যবহার করা হবে। ৫. আইটিআইএলই ২০২৫-এর আসন ম্যাট্রিক্স (Seat matrix) ডিএইচই ত্রিপুরার ওয়েবসাইটের নোটিশ বিভাগে উপলব্ধ আছে

ICA/D-395/25

Sd/-
(Dr. Tirtharaj Sen,
Chairman
CSC 2025

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 07/2023
NOTIFICATION

No. F. 11(26-46)-Rectt./TPSC/2024-439 Agartala, Dated 17 June, 2025.

Ref:- Commission's Advertisement No. 07/2024 dated 02.09.2024

It is for information of all concerned that the Tripura Public Service Commission's Website https://tpsc.tripura.gov.in maintained by IT Department is not fully operational due to technical issues. In this connection provisionally eligible candidates for Interview/Personality Test for recruitment to the post of General Duty Medical Officer (GDMO) Grade-IV of THS, Group-A (Gazetted) under the Health & Family Welfare Department, Govt. of Tripura, are suggested to download their Provisional Admission Certificate from the T.P.S.C. website in case of difficulty in doing so (due to the reason above) to collect from receipt Section of the Tripura Public Service Commission's Office during office hour on and from 25.06.2025.

(S. Mog, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খারাপ খাবার শরীরকে বানাবে রোগের ডিপো

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবসময়ই খাদ্যাভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে কোন খাবারগুলো দেহে বাজে প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হয় কম।

ফলে দেখা যায় ভালো খাবার খাওয়া হচ্ছে ঠিকই, পাশাপাশি বাজে খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেহ সঠিক সুরক্ষা মিলছে না।

তাই বজে খাদ্যাভ্যাসগুলো এড়ানোই হবে মঙ্গল।

অতিরিক্ত মদ্যপান যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যারি অ্যালবাস 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''অতিরিক্ত মদ্যপান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করবে। বিশেষ করে যেকোনো সংক্রমণ দমন করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায় মদ্যপানের জন্য। কারণ অ্যালকোহলের কারণে শরীর ক্ষতিকর উপাদান চিনতে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময় বেশি লাগে।''

''মদ্যপানের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হল তা খাবার থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণের হার কমিয়ে দেয়। বিশেষত, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক শোষন করতে সমস্যা দেখা দেয়। আর দুটোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মদ্যপানের কারণে যেকোনো রোগের ঝুঁকি যেমন বাড়বে, তেমনি রোগের ভোগান্তিও বাড়তে পারে।''

অতিরিক্ত চিনি অ্যালবাস বলেন, ''খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। চিনি বেশি এমন খাবার নিয়মিত খাওয়া ক্রমাগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এর প্রধান কারণ শ্বেত রক্তকনিকা, যা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতিরিক্ত চিনি সেই শ্বেত রক্তকনিকারই ক্ষতি করে।''

অতিরিক্ত লবণ 'দ্য ডায়েটারি গাইডলাইনস ফর আমেরিকানস'য়ের মতে, 'প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণ করা উচিত সর্বোচ্চ ২৩০০ মি.লি.গ্রাম। তবে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩৪০০ মি.লি.গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। এই বাড়তি সোডিয়াম দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অ্যালবাসের ভাষায়, ''খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি থাকলে শরীরে প্রদাহ হওয়া আশঙ্কা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে দুরারোগ্য ব্যধির ঝুঁকি বাড়ায়। লবণের মূল উপাদান সোডিয়াম। লবণ বেশি খেলে তা শরীরের প্রদাহনাশক প্রতিক্রিয়াকে দমিয়ে দিতে সক্ষম। অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে অতিরিক্ত সোডিয়াম বা লবণ। যা পক্ষান্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।''

'ক্রোন'স ডিজিজ', আলসার, 'সেলিয়াক ডিজিজ', 'লুপাস' ইত্যাদি 'অটোইমিউন ডিজিজ' যাদের আছে, অতিরিক্ত লবণ তাদের এই রোগগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

ফল ও সবজি কম খাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাট মাজিনো বলেন, ''রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সচল ও সক্ষম রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত ফল ও সবজি থাকতেই হবে। এগুলোতে থাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।'' আরও থাকে ভোজ্য আঁশ যা অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার জন্য উপকারী। আর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে শক্তিশালী।

ভিটামিন ডি'র অভাব মাজিনো বলেন, ''সুস্থ সবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ভিটামিন ডি। কারণ এর প্রদাহনাশক গুণ রোগ প্রতিরোধকারী কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যারা ঘরে বসে কাজ করার কারণে বাইরে রোদে বের হতে পারেন না বা যে দেশগুলোতে এখন বর্ষাকাল, সেখানকার মানুষের উচিত হবে ভিটামিন ডি 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণের বিষয়টা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করা।''

সকালে জলখাবার না খেলে ভারী বিপদ

সকালে অফিস বেরোনোর সময়টা প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটে। তার উপর শীতে ঘুম ভাঙতেও দেরি হয়। ওই স্বল্প সময়ে বাড়ির অন্যান্য কাজ সামলে স্নান-খাওয়া সেরে যাওয়া সত্যিই মুশকিল হয়। ছুটির দিন ছাড়া সকালের খাবার ঠিক করে খাওয়াই হয় না। আর এই কারণেই নানা রকম রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয়, ওজন ঝরানোর জন্য যত কসরত করেন, সবটাই জলে চলে যেতে পারে। তেমনটাই বলছেন পুষ্টিবিদেরা। দেহের নিজস্ব ঘড়ি মেনে খাওয়াদাওয়া না করলে শরীর কিন্তু ছেড়ে কথা বলে না। খারাপ প্রভাব বুঝতে না পারলেও তলে তলে রোগ হানা দেয় শরীরে। সকালের খাবার খাওয়ার অনিয়মে কী কী রোগ বাসা বাঁধতে পারে? ১) সকালের খাবার না খাওয়ার অভ্যাস পরবর্তীকালে বাড়তে পারে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি। স্মৃতিশক্তি লোপ, ভাবনা-

চিন্তার অসুবিধা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সঠিক সময়ে সকালের খাবার খেতে হবে। ২) দিনের শুরুতে কিছু না খেলে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। হজমেও সমস্যা দেখা দেয়। বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। ৩) সকালে খাবার এড়িয়ে গেলে রক্তে চিনির মাত্রা কমেও যেতে পারে। ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপের হাত ধরে জন্ম নেয় মাইগ্রেনের মতো সমস্যা। মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে সকালের খাবার খেতে হবে নিয়ম মেনে। ৪) সকালে কিছু না খেলে বাড়তে পারে ওজন। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রথম শর্ত হল সকালে ভারী কোনও খাবার খাওয়া। দীর্ঘ ক্ষণ না খেয়ে থাকার ফলে শরীর উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাবার দাবি করে। খিদে মেটাতে তখন ফ্যাট ও চিনি জাতীয় খাবার বেছে নিতে হয়। তাতেই ওজন বেড়ে যায়। ৫) সকাল থেকে দীর্ঘ ক্ষণ না খেয়ে থাকার পরে খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সকালে না খাওয়ার অভ্যাসে টাইপ ২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ে। সেই ঝুঁকি এড়াতে সকালের খাবার খেতে হবে নিয়ম করে।

কম সময়ে ওজন কমাতে চাইছেন?

পুষ্টিবিদ নয়, ইদানীং অনেকেই ওজন ঝরাতে গুগ্লের উপর ভরসা রাখেন। এ ছাড়া ইউটিউবের ভিডিয়ো দেখেও অনেকেই কড়া ডায়েট শুরু করেন। তবে সবার শরীর আলাদা, আপনার শরীরের জন্যেও যে ইউটিউবের পন্থা কাজ করবে, এমন নয়। আর এখানেই অনেকে ভুল করে বসেন। সমাজমাধ্যমের উপর নির্ভর করে বানানো ডায়েট প্ল্যান শরীরে খারাপ প্রভাবও ফেলতে পারে।

পুষ্টিবিদদের মতে, রোগা হওয়ার এই পর্বে খাওয়াদাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কী খাচ্ছেন, কখন খাচ্ছেন এবং কতটা খাচ্ছেন, এই তিনটি বিষয়ের উপরেই নির্ভর করে আপনার রোগা হওয়ার সম্ভাবনা। এক এক জনের জন্য এক এক রকম ডায়েট প্ল্যান থাকলেও, পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, রোগা হতে চাইলে বাদ দিতে হবে সাদা

রঙের তিনটি খাবার। জেনে নিন, ওজন ঝরানোর সময় কোন তিনটি সাদা খাবার সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

সাদা চিনি: ওজন কমাতে হলে সবার আগে বন্ধ করতে হবে চিনি। জিমে গিয়ে যতই পরিশ্রম করুন না কেন, চিনি বা চিনিযুক্ত কেক, মাফিন, নরম পানীয় খাওয়া বন্ধ না করলে লাভের লাভ কিছুই হবে না। চিনি যে শুধু ওজন বাড়িয়ে দেয়, তা নয়। শরীরে হরমোনের ভারসাম্যও নষ্ট করে। মিষ্টি যদি একান্ত খেতেই হয়, তা হলে ম্যাপল সিরাপ, মধু কিংবা গুড় খেতে পারেন।

সাদা ভাত: সাদা ভাতে শর্করার মাত্রা বেশি। এই স্টার্চ ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে খুব সহজেই। ওজন ঝরানোর সময় ভাত খাওয়া একেবারে ছেড়ে না দিলেও তার পরিমাণ নিয়ে সতর্ক হতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ মেপে খাওয়া হয় না। শুধু ওজন নয়, রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয় ভাত। ডায়েটে যদি ভাত রাখতেই হয়, ব্রাউন রাইস খান। সাদা ভাত নয়।

সাদা পাউরুটি: সকালের জলখাবারে অনেকের বাড়িতেই পাউরুটির চল। কিন্তু রোগা হতে চাইলে প্রথমেই সাদা পাউরুটি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ময়দায় ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের পরিমাণ বেশি। কিন্তু যখনই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা পাউরুটিতে পরিণত হয়, এর সব স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই ওজন কমাতে চাইলে সাদা পাউরুটি এড়িয়ে চলা জরুরি।

বার বার পরিষ্কার করেও ঘরের ধুলো যাচ্ছে না?

ধুলোবালিময় বাড়িঘর একেবারেই ভাল লাগে না। হাঁটলে সারা ক্ষণ পায়ের তলায় বালি কিচকিচ করছে, সে একটা অস্বস্তির ব্যাপার। রাস্তার ধারে বাড়ি হলে তো আর কথা নেই, ঘরে ধূলিঝড় হয় রীতিমতো। এত ধুলো জমে যে, পরিষ্কার করেও তা যেতে চায় না। সারা দিনে অন্তত কয়েকশো বার ঝাড় দিলে, মুছলেও ফের ধুলোয় ভরে যায় বাড়ি।

ধুলোয় অ্যালার্জির সমস্যাও হয় অনেকের। তবে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে ধুলোর পরিমাণ কমানো যায়। তাতে ধুলো পরিষ্কারের শ্রমটাও খানিক লাঘব হয়।

১) বাইরে থেকে ধুলো এসে ঢোকে ঘরে। তাই ধুলো ঢোকার রাস্তা বন্ধ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে

দরজা-জানলা যতটা সম্ভব বন্ধ করে রাখাই শ্রেয়। তা হলে আর ধুলো ঢুকতে পারবে না ঘরে। তবে সব সময়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখাও সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ঘরের পর্দাগুলি টেনে দিতে পারেন। ২) ঘর ধুলোময় থেকে আরও একটি কারণ হল কাপড় আর কাগজ। এই দুটো থেকেই নিরন্তর তন্তু খসে উড়তে থাকে। এগুলিই বাতাসের সঙ্গে মিশে ধুলো বিভিন্ন জিনিসের উপর জমা হয়। তাই জামাকাপড় বা কাগজ খোলা ফেলে রাখবেন না। বাক্সে ভরে রাখুন। ধুলো কম উড়বে। ৩) ঘরের ধুলোর আরও একটা বড় কারণ বিছানার চাদরের ময়লা। বিছানার চাদর সবচেয়ে বেশি নোংরা হয়। অনেক সময় চাদর ঘরেই ঝাড়া হয়। ঘর পরিষ্কার রাখতে এই কাজটি একেবারেই করা যাবে না। একই চাদর বেশি দিন ব্যবহার করা যাবে না। চাদর নোংরা হয়ে যাওয়ার আগেই কাচতে হবে।

৪) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করেন অনেকেই। তাতে ধুলোও পরিষ্কার হয়, আবার পরিশ্রমও কম হয় খানিকটা। তবে ব্যবহার করার আগে এক বার দেখে নিন ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে এইচপিএ ফিল্টার আছে কি না। এই ফিল্টার ধুলো ভাল ভাবে শোষণ করে নেয়।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন--- কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

অ্যালোভেরা ত্বক ও চুলে কাজ করবে ম্যাজিকের মতো

পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী নারীদের নামের তালিকার শুরুর দিকেই থাকবেন রানি ক্লিওপেট্রা। মিসরের লোককাহিনি বলছে, রূপচর্চায় অ্যালোভেরা ব্যবহার করতেন রানি। অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী প্রাচীনকাল থেকেই রূপচর্চায় এক ভরসার নাম। এদিকে দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। সেই সঙ্গে ত্বক আর চুলে স্পর্শ করতে শুরু করেছে রুক্ষতা। শীতের আগমনীতে জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে বারান্দা বা ছাদের ঘৃতকুমারী দিয়ে আপনার ত্বক আর চুলের যত্ন করবেন।

কীভাবে ত্বকে, চুলে ব্যবহার করবেন অ্যালোভেরা

হার্বস আয়ুর্বেদিক ক্লিনিকের রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমি বলেন, '১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১ চা---চামচ গ্লিসারিন আর ২ চা---চামচ ময়দা (না থাকলে চালের গুঁড়া) ও কয়েক চামচ উষ্ণ গরম দুধ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মুখে ও গলায় ব্যবহার করুন। শুকিয়ে এলে ভালোভাবে ধুয়ে

ফেলুন। অন্যদিকে চুলের জন্য ভিজিয়ে রাখা মসুরের ডাল ব্লেন্ড করে সেটা অ্যালোভেরার জেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথার তালুতে, চুলে ব্যবহার করতে হবে। তাতে চুল হবে খুশকিমুক্ত আর ঝলমলে। চট করে বাজার থেকে অ্যালোভেরা কিনে বা বাগান থেকে অ্যালোভেরা ছিঁড়ে জেল লাগানো যাবে না। কেননা, এর জেলে কিছু বিষাক্ত উপাদান থাকে। সেগুলো ত্বকে অ্যালার্জিসহ নানান জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। তাই অ্যালোভেরা থেকে জেল বের করে সেটা দুই মিনিট ফুটন্ত পানিতে রেখে তৈরি করতে হবে অ্যালোভেরা স্টেম। এই অ্যালোভেরা জেলের স্টেম ৭ থেকে ১০ দিন ফ্রিজে রেখে ব্যবহার করা যায়।'

কী আছে ঘৃতকুমারীতে

প্রশ্নটা হওয়া উচিত কী নেই ঘৃতকুমারীতে। রিডার্স ডাইজেস্ট অনুসারে অ্যালোভেরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজের এক সমৃদ্ধ উৎস। এখানে আছে ভিটামিন এ, সি, ই, ফলিক অ্যাসিড, বি-১, বি-২, বি-৩ (নিয়াসিন) ও ভিটামিন বি-৬। অল্প কিছু উদ্ভিদের ভেতর ঘৃতকুমারী একটি, যাতে ভিটামিন বি-১২ আছে। আছে প্রায় ২০ ধরনের খনিজ। আরও আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিংক, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ। অ্যামিনো আর ফ্যাটি অ্যাসিডেরও ভালো উৎস এই অ্যালোভেরা।

কেন খাবেন, ব্যবহার করবেন ঘৃতকুমারী

ত্বকের নানা ক্ষত সারিয়ে তুলতে কার্যকরী। রোদে পোড়া, ত্বকে ফুসকুড়ি পড়া ও পোকার কামড়ের মতো বাহ্যিক সমস্যাগুলো সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বাহ্যিক ক্ষতে ঘৃতকুমারীর রস মাখলেও ব্যথার উপশম হবে, কেননা বেদনানাশক হিসেবেও এটা অতুলনীয়। চুল পরিষ্কার করতে, চুলে পুষ্টি জোগাতে এবং চুল ঝলমলে উজ্জ্বল রাখতে ঘৃতকুমারীর রস দারুণ কাজের। নিয়মিত ঘৃতকুমারীর রস খেলে আপনার বাড়তি ওজন নিয়ন্ত্রণে আনাও সহজ হবে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে ত্বককে মসৃণ ও কোমল রাখতে আজকাল প্রসাধনী তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় ঘৃতকুমারীর নির্যাস।

ত্বক ও চুলের যত্নে ঘৃতকুমারী চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতেও কার্যকর

১. অ্যালোভেরাতে আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ত্বক থেকে বয়সের ছাপ, ব্রণের দাগ, ট্যান দূর করে।

২. নিয়মিত অ্যালোভেরা ব্যবহারে ত্বকে আসে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা। অ্যালোভেরা প্রাকৃতিক হাইলাইটার।

৩. অ্যালোভেরাতে থাকা অ্যান্টি-ফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ব্রণ নিরাময়ে সাহায্য করে। নিয়মিত ব্যবহারে ব্রণের দাগ দূর হয়। গরমকালে অ্যালোভেরার ভেতর থেকে জেল বের করে আইস ট্রেতে বরফের কিউব তৈরি করেও ব্যবহার করতে পারেন। ঘৃতকুমারীর নির্যাসের সঙ্গে ভিটামিন-ই ক্যাপসুল মিশিয়ে ত্বকে আলতোভাবে ঘষতে পারেন। নিয়মিত ব্যবহারে ধীরে ধীরে মেছতার দাগ কমে যাবে।

৪. অ্যালোভেরার অ্যান্টি---ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি—ফাঙ্গাল উপাদান চুল পড়া ও খুশকির সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতেও কার্যকর।

৫. ঠোঁটের মৃত কোষ দূর করতে চালের গুঁড়ার সঙ্গে ঘৃতকুমারীর রস মিশিয়ে ঘষতে পারেন। নিয়মিত ঘৃতকুমারীর জেল ব্যবহারে ঠোঁট থাকবে উজ্জ্বল ও কোমল।

শরীর চাঙ্গা করতে একমাত্র ভরসা লালআঙুর

ফল খাওয়া শরীরের জন্য জরুরি। আর এই পুষ্টিকর ফলের তালিকায় রয়েছে আঙুর। তবে শুধু আঙুর খেলেই হবে না, বেছে নিতে হবে তার রঙও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে লাল রঙের আঙ্গুর সবচেয়ে পুষ্টিকর। লাল আঙুরের রয়েছে বেশ ভরপুর পুষ্টি। ইউরোপের দেশগুলোতে লাল আঙুর বেশি জনপ্রিয়। তা থেকেই তৈরি হয় রেড ওয়াইন। কিন্তু ভারতে লাল আঙুরের প্রচলন কম। মানুষ এই আঙুর সম্পর্কে খুব একটা জানেনও না। কিন্তু লাল আঙুর এক কথায় গুণের খনি। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট,ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। এছাড়া এক কাপ লাল আঙুরে রয়েছে ৫২ ক্যালরি, ১ গ্রাম প্রোটিন, ০ গ্রাম ফ্যাট, ১৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১ গ্রাম ফাইবার। এই বিশেষ আঙুরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি বহু রোগের ঝুঁকি কমায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক লাল আঙুরের উপকারিতা সম্পর্কে।

নিয়মিত লাল আঙুর খেলে হার্ট সংক্রান্ত সব ধরনের জটিলতা দূর হয়। লাল আঙ্গুরে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতে যেকোনো ধরনের প্রদাহ কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-

লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি রক্তে শর্করা বাড়ায় না বরং কমায়। কারণ লাল আঙুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই কম। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি ব্লাড সুগার বাড়াতে দেয় না।

ওজন কমাতে—

যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের জন্য লাল আঙুর খুবই উপকারী। লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে যা খিদে কমিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে থাকে যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের লাল আঙ্গুরের রস পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিহারে দ্রুত বিচার ব্যবস্থার জন্য ১০০টি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের প্রস্তাব, জানালেন পুলিশ মহাপরিদর্শক

পাটনা, ১৭ জুন: বিহার পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে ১০০টি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মূলত বেআইনি উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিহারের পুলিশ মহাপরিদর্শক বিনয় কুমার।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশ সদর দপ্তর সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তি অগ্রাধিকারভিত্তিতে করা যাবে।

ডিজিপি কুমার জানান, ২০০৫ সালে নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিহার জুড়ে ১৭৮টি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত সক্রিয় ছিল, যার ফলে অপরাধমূলক মামলার দ্রুত বিচার সম্ভব হয়েছিল এবং দোষীদের দণ্ড দেওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। তবে ২০১১ সালের পর সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মামলাগুলি জমে যেতে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে প্রায় ১৭ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

পুলিশ প্রধান জানান, রাজ্যের ১,২৪৯টি থানার আওতায় থাকা ১,১৭২ জন অপরাধীর বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২৩৯ জনের বিরুদ্ধে এসডিপিও-রা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন, আর ২১২টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিচারাধীন রয়েছে।

১৮৮টি প্রস্তাব ইতিমধ্যে আদালতে জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৪টি মামলায় আদালত আদেশ দিয়েছে। এরমধ্যে মুজাফ্‌ফরপুরের ২ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালত নির্দেশ জারি করেছে।

ডিজিপি কুমার বলেন, আদালতে জমা দেওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের নোটিশ পাঠানো হবে এবং ১৪ দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না এলে আদালত একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

তদন্ত কর্মকর্তাদের তাদের ঊর্ধতনদের কাছে সম্পত্তি সংযুক্তির প্রস্তাব পাঠাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অপরাধের ধরন এবং অর্জিত সম্পত্তির মূল্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

পুলিশ প্রধান বলেন, 'সম্পত্তি সংযুক্তির পদক্ষেপ অপরাধীদের মনোবল ভাঙার অন্যতম কার্যকর উপায়।' তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

ভারতের বৃহত্তম অটোমোবাইল গতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনালের উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

মনেসর, ১৭ জুন: কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ হরিয়ানার মনেসরে মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর কারখানায় ভারতের বৃহত্তম অটোমোবাইল গতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন।

এই কার্গো টার্মিনাল মনেসরের মারুতি সুজুকি প্ল্যান্টকে পতলি রেলস্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করে একটি ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিবেদিত রেলপথের মাধ্যমে, যা হরিয়ানা রেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর অধীনে নির্মীয়মাণ ১২১.৭ কিমি দীর্ঘ হরিয়ানা অরবিটাল রেল করিডরের অংশ। এই ১০ কিমি সংযোগ রেলপথ নির্মাণে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে, যার মধ্যে ৬৮৪ কোটি টাকা এইচআরআইডিসি বহন করেছে এবং বাকি অংশ মারুতি সুজুকি দ্বারা অর্থায়িত। এই টার্মিনালের বার্ষিক গাড়ি লোডিং ক্ষমতা ৪.৫ লক্ষ, যা দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "২০১৪ সালের আগে রেলওয়ের বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ২৪,০০০—২৫,০০০ কোটি টাকা। এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সেই সময় অনেক স্টেশন ও কোচে শৌচালয়ের মত মৌলিক পরিষেবা ছিল না। গত আড়াই বছরে ১২০০-র বেশি জেনারেল কোচ সংযোজন করা হয়েছে।"

তিনি জানান, সম্প্রতি যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০০টিরও বেশি মেমু ট্রেনের কামরার সংখ্যা বাড়ানো হবে ৮ থেকে ১২ এবং ১৬ থেকে ২০ কামরায় উন্নীত করা হবে। এছাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশের কাজিপেট-এ নতুন একটি মেমু ট্রেন নির্মাণ কারখানা চালু হয়েছে।

নামো ভারত ট্রেনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "বর্তমানে দুটি নামো ভারত ট্রেন চালু রয়েছে এবং এই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে আমরা আরও ৫০টি নতুন ট্রেন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

তিনি জানান, বর্তমানে ৩টি অমৃত ভারত ট্রেন চালু রয়েছে এবং আগামী দিনে আরও ৬টি ট্রেন পরিষেবায় যুক্ত হবে। ৫০টি নতুন ট্রেন তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১ জুলাই ২০২৫ থেকে টাটকাল টিকিট বুকিং-এর নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।

"প্রথম ৩০ মিনিটে কেবলমাত্র আধার-প্রমাণিত ও কেওয়াইসি-সত্যাপিত যাত্রীরাই টিকিট বুক করতে পারবেন।

এতে প্রকৃত যাত্রীরা টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন," তিনি বলেন।

শ্রী বৈষ্ণব বলেন, "২০১৪ সালের আগে হরিয়ানার জন্য বার্ষিক রেল বাজেট ছিল ৩০০ কোটি টাকা। এই বছর তা বেড়ে ৩,৪১৬ কোটি টাকা হয়েছে। গত ১১ বছরে হরিয়ানায় ৮২৩ কিমি নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে এবং ১০০% রেললাইন এখন বিদ্যুৎচালিত।"

বর্তমানে রাজ্যে ১১,৮০০ কোটির প্রকল্প চলছে, যার মধ্যে ৩৪টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ চলছে 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-এর অধীনে। পাশাপাশি, ৫৪০টি রোড ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রী জানান, "সোনিপতের রেল কোচ ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে। এটি চালু হলে কোচ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী রাও নরবীর সিং, বিধায়ক মুকেশ শর্মা এবং মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ হিশাশি তাকেউচি।

সড়ক যা বদলে দিয়েছে ভারতের উন্নয়নের অভিমুখ!

নীতিন গড়করি
কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪- তে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তখন ঠিক ওই বিশেষ মুহূর্তটি থেকে বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আর অন্য সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিল পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর। এই লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক হয়ে ওঠে পরিকাঠামো বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু। সেই ২০১৪ থেকে মোদীর নেতৃত্বে এই মন্ত্রক শুধুমাত্র দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকেই গতিশীল করেনি, উপরন্তু বিগত ১১ বছরে দেশকে এক নতুন মাত্রাও দিয়েছে।

সম্পূর্ণ ও নির্মিয়মান মহাসড়কগুলির নির্মাণদেশের প্রবৃদ্ধির পথনির্দেশকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উপযুক্ত মহাসড়ক, জলপথ এবং রেলপথ পরিবহন ব্যয় হ্রাস করে এবং অর্থনীতিকে করে বেগবান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে এক বিশ্বগুরু (বিশ্ব নেতা) রূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। ভারত আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি রূপে অভ্যুদিত হয়েছে এবং হয়ে উঠেছে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এই স্বপ্নকে পরিপূর্ণ করতে আমাদের প্রয়োজন রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি করা যা বিনিময়ে কৃষি, পরিষেবা এবং শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধিতেগতি দান করবে।

বিগত ১১ বছরে যে সব সড়ক নির্মিত হয়েছে তা আমাদের পরিবহন ব্যয়কে ১৬% থেকে কমিয়ে ১০%-এ নামিয়ে এনেছে, এবং পরবর্তী বছরে আমরা এই বাবদ খরচের পরামান ৯%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছি।এটা আমাদের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি করবে, আমাদের আরোও প্রতিযোগী করে তুলবে, এবং ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হয়ে ওঠার লক্ষ্যে আরোও শক্তিশালী হয়ে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।

সড়ক পরিবহন ওমহাসড়ক মন্ত্রক দেশ জুড়ে ২৫-টি নতুন গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেস মহাসড়ক নির্মাণ করছে। ৩০০০ কিলোমিটারেরও বেশি সুদীর্ঘ মহাসড়কগুলিকে বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে এবং ধর্মীয় পর্যটনকে উৎসাহিত করার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে।ধর্মীয় পর্যটনকে তেজি করতে সরকারের যে প্রয়াস তা আকার লাভ করতে চলেছে।২২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বুদ্ধিস্ট সার্কিট প্রকল্প রূপায়ণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চিন, সিঙ্গাপুর ও জাপান থেকে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থানে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সাথে, চারধাম ক্ষেত্র-বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনাত্রী-দর্শন করার জন্য তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে তিনগুণ। কেদারনাথের সঙ্গে যুক্ত করতে ১২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে একটি রোপওয়ে।পিথোরাগড় সঙ্গে উত্তরাখন্ডেকৈলাস মানসসরোবরকে সংযুক্ত করতে সড়ক নির্মাণের কাজ প্রায় ৯০% সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

ভারতে, বিশেষ করে জাতীয় রাজধানীতে, 'ফ্লাইং বাস' বা 'উড়ন্তবাস'-এর স্বপ্ন এখন বাস্তবায়নের একেবারে প্রান্তদেশে এসে পৌঁছেছে।এর অন্তর্গত রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলগুলির জন্য ভাসমান বাস, ফ্লাস-চার্জিং বৈদ্যুতিন বাস এবং ডবল-ডেকার উড়ন্ত বাস। দিল্লিতে আকাশপথ ব্যবস্থায় ধৌলাকুয়া থেকে মানেসর পর্যন্ত ভাসমান বাস পরিষেবা চালু করার কাজ এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আমি এই বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী, দিল্লির এই সড়কপথে যে ভয়াবহ যানজট হচ্ছে তা নিরসনের জন্য এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটি যথেষ্ট মাত্রাতেই কাজে লাগবে।

খুব শীঘ্রই প্রথমবারের মতো ফ্লাস-চার্জিং বৈদ্যুতিন বাস পরিষেবা দেখতে পাবে নাগপুরবাসী। এই ধরণের বাসগুলিতে থাকবে ১৩৫-টি করে এক্সিকিউটিভ শ্রেণীর আসন, আসনগুলির সামনে থাকবে টিভি স্ক্রিন, এবং এয়ার হস্টেসদের মতোই বাস হস্টেসরা উপস্থিত থাকবে। এই বাসগুলি এগুলির যাত্রা শুরু করার আগে সম্পূর্ণ রূপে চার্জ করা থাকবে ওচলবে সর্বোচ্চ প্রতি ঘন্টায় ১২০ কিলেমিটার গতিবেগে এবং প্রতি ৪০ কিলোমিটার পর পর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের জন্য বিরতি দেবে।

এই ধরণের কাজ স্রেফ অফিসে বসে ডিপিআর প্রস্তুত করে অর্জন করা যায় না---এর জন্য দরকার অত্যন্ত আন্তরিক ও নিরলস প্রয়াস।

সড়ক নির্মাণের উপর আইআইএম-বেঙ্গালুরু কর্তৃক সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ) নির্মাণে ব্যয় করা প্রতি ১ ভারতের জিডিপিতে ৩.২১ বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, যা ৩.২ গুণ গুণিতক প্রভাব ফেলে।এরই ফলাফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৯% হারে এবং গাড়ি বিক্রয় বেড়েছে ১০.৪। এইসব কাজগুলি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে গতি প্রদান করেনি, উপরন্তুঅসংখ্য কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এখানে কিছু মূল্যবান তথ্য-পরিসংখ্যান রইল: ভারতেরই একমাত্র৯১,০০০কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। ২০২৪ সাল নাগাদ এটা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ১.৪৬% পর্যন্ত, প্রায় ৬০%-এর কাছাকাছি। সড়ক নির্মাণে দৈর্ঘ্যের পরিমান গড়ে প্রতিদিন ১২ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি করে করা হয়েছে দিনে ২৮ থেকে ৩০ কিলোমিটার। বহু উচ্চাকাঙ্খিত৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকার 'ভারতমালা' প্রকল্পে ৬৫,০০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে, এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক করিডোর, আন্তর্জাতিকসীমান্ত সড়ক এবং সীমান্ত এলাকা যোগাযোগইত্যাদির মতো নানান বিষয়। ভারতের পরিবহন ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটি একটা অত্যন্ত সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ।

'গতি শক্তি' এবং মাল্টিমডেল সংযোগ উদ্যোগ সড়ক, রেলপথ, আকাশপথ, জলপথ ও বন্দরগুলিকে একটি একক ডিজিটাল মঞ্চে সুসংহত করেছে যা সময়মতো প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও আমাদের মন্ত্রক 'সরকারী-বেসরকারী অংশীদারীত্ব' বা 'পিপিপি' মডেলের মাধ্যমে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ রূপায়ণ করতে শুরু করেছে, এই তাৎপর্যপূর্ণভাবে পদ্ধতি বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। এই মডেলের আওতায় ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সড়ক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১৪-য় যে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল তা শুধু মাত্র সড়কের জন্য নয়; এটা এমন এক পন্থা যা ভারতের অগ্রগতির জীবনরেখা হয়ে উঠেছে। মহাসড়কগুলির অন্তর্জাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ শুধুমাত্র সফরকেই সহজতর করেনি, উপরন্তু অভ্যন্তরীণ বানিজ্য, শিল্প, পর্যটন এবং নিরাপত্তাকেও জোরদার করেছে। একেবারে প্রথম দিন থেকেই আমাদের সরকার সমাজের শেষতম সারির মানুষটির কাছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সুনিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব লক্ষ্য অর্জন করতে আসন্ন বছরগুলিতে এই কাজের গতি আরোও দ্রুততর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের এখন বিশ্ব মানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য পরিচ্ছন্ন দিকদর্শন রয়েছে এবং আমরা চাইছি ২০৪৭ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয় মহাসড়কগুলির অন্তর্জাল ব্যবস্থাকে এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও উন্নততর করে গড়ে তুলতে, তা হলেই ভারত অর্থনৈতিক মহাশক্তি হয়ে উঠবে।

"আমেরিকা ধনী দেশ বলে ভাল সড়ক আছে তা নয়, আমেরিকা ধনী কারণ তার ভাল সড়ক আছে বলে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনএফ. কেনেডির এই উদ্ধৃতিটি দিল্লিতে পরিবহন ভবনে আমার দপ্তরের সামনে প্রদর্শিত করা রয়েছে এবং এর আগে আমি যখন মহারাষ্ট্রে মন্ত্রী ছিলাম, তখনও সেটা ওখানে কাকতালীয়ভাবে ছিল না।বিগত ১১ বছরের জন্য মোদীজির নেতৃত্বে এটা আমাদের পথনির্দেশক মন্ত্র রূপে কাজ করছে।আমরা ভবিষ্যতে এই কাজকে আরোও দ্রুততর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আগত বছরগুলিতে ভারতের সড়ক পরিকাঠামো এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও উন্নততর হয়ে উঠবে- এটা কোনো স্বপ্ননয়, বরং এক বাস্তবতার রূপ লাভ করছে। গুণমান, গতি, স্বচ্ছতা এবং পরিবেশবান্ধব নীতির মধ্যে এক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে, ভারতের জাতীয় মহাসড়ক অন্তর্জাল ব্যবস্থা বৈশ্বিক পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করবে।

নাগপুরে জরুরি অবতরণ কোচি-দিল্লি ইন্ডিগো বিমানের, বোমা হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য

নাগপুর, ১৭ জুন: কোচি থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগো বিমানে বোমা হুমকির জেরে মঙ্গলবার সকালে নাগপুর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করা হয়েছে। ইন্ডিগো ৬ক্ক২৭০৬ নাম্বারের এই ফ্লাইটটি কোচি থেকে সকাল ৯:২০টায় উড়ে যায় এবং দিল্লিতে দুপুর ১২:৩৫টায় পৌঁছানোর কথা ছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ফ্লাইটটি কোচি হয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও এটি মূলত ওমানের মাসকট থেকে আসা একটি ফ্লাইট ছিল। কোচি বিমানবন্দরে কিছু সময়ের জন্য থেমে, সকাল ৯:৩১ মিনিটে দিল্লির উদ্দেশ্যে ফের যাত্রা শুরু করে। বিমানে ১৫৭ জন যাত্রী ও ৬ জন ক্রু সদস্য ছিলেন।

কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইন্ডিগো ফ্লাইটের বিষয়ে একটি বোমা হুমকি ইমেল পাওয়া যায় তাদের অফিসিয়াল মেল আইডিতে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করে পাইলট নাগপুরে জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। নাগপুর পুলিশ কমিশনার লোহিত মাতানী জানিয়েছেন, যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক কিছু মেলেনি, তবে তদন্ত চলছে।

এই ঘটনার আগেও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে বোমা হুমকির ঘটনা ঘটে। সোমবার জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে হায়দরাবাদগামী লুফথানসা ফ্লাইট জ্রছ৭৫২-তে বোমা হুমকির পর সেটি ফিরে যায় ফ্র্যাঙ্কফুর্টে। হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে একটি ইমেল আসে ১৫ জুন সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিটে, যাতে বলা হয়েছিল বিমানটিতে বোমা রয়েছে। এসওপি অনুযায়ী, হুমকির মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং বিমানে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ফ্লাইটটি ফেরত পাঠানো হয়।

একইভাবে, ১৩ জুন থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট জ্জ ৩৭৯-তেও বোমা হুমকি আসে, যার ফলে তা জরুরি অবতরণ করে ফুকেটেই। একাধিক বোমা হুমকি পাওয়ার ফলে বিমান পরিবহন মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি কড়া নজরদারির মধ্যে রয়েছে। বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

২০২৬-এ আকাশে ওড়াবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'তেজস মার্ক-২', ২০২৯ থেকে শুরু হবে ব্যাপক উৎপাদন

নতুন দিল্লি, ১৭ জুন: আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক হয়ে উঠছে দেশীয় ফাইটার জেট প্রকল্প। এই প্রজেক্টের অংশ হিসেবে ভারতের নিজস্ব উন্নয়নে তৈরি হচ্ছে 'তেজস মার্ক-২' যুদ্ধবিমান। সূত্রের খবর অনুযায়ী, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড চলতি বছরের শেষ নাগাদ (নভেম্বর ---ডিসেম্বর ২০২৫) এর প্রথম প্রোটোটাইপ উন্মোচন করবে এবং ২০২৬ সালের মধ্যভাগে এটি প্রথমবারের জন্য আকাশে উড়বে।

এইচএএলড জানিয়েছে, তেজস এমকে-২ এর প্রথম পর্যায়ে ৪টি টেস্ট এয়ারক্রাফ তৈরি করা হবে এবং ২০২৯ সাল থেকে ব্যাপক উৎপাদন শুরু হবে। শুরুতে প্রতি বছর ১৬ থেকে ১৮টি ফাইটার জেট তৈরি করা হবে, পরবর্তীতে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ২৪টি বার্ষিক করা হবে। এইচএএলড এর বেঙ্গালুরু ও নাসিক ইউনিটে ইতিমধ্যে প্রোডাকশন লাইন আপগ্রেডের কাজ চলছে।

তেজস মার্ক-২ হল তেজস এমকে-১ এর উন্নত সংস্করণ, যা ৪.৫ৃ জেনারেশনের মিডিয়াম ওয়েট ফাইটার। এতে থাকবে শক্তিশালী আমেরিকান এফ৪১৪ ইঞ্জিন, দেশীয়ভাবে তৈরি অ্যাডভান্সড এইএসএ রাডার, এবং আইআরএসটি (ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক) সিস্টেম। এই প্রযুক্তিগুলি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দূরত্ব থেকে শত্রু শনাক্তকরণে সক্ষম।এছাড়া, এই ফাইটার জেটে থাকবে লো-অবজারভেবিলিটি ডিজাইন, অর্থাৎ শত্রুর রাডার সহজে ধরতে পারবে নাএটা একে একটি আধা-স্টেলথ যুদ্ধবিমানে পরিণত করে। ভারতীয় বায়ুসেনার পুরনো জাগুয়ার, মিরাজ ২০০০ এবং মিগ-২৯ যুদ্ধবিমানের বদলে ধীরে ধীরে তেজস মার্ক-২ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ১১০—১২০টি যুদ্ধবিমান অর্ডার করা হয়েছে, যা ছয়টি স্কোয়াড্রনকে শক্তিশালী করবে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন-আর্বান-এর অধীনে ঘরোয়া বর্জ্য সংগ্রহে ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবহার: পরিবেশবান্ধব শহর গঠনের পথে ভারতের অগ্রগতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন। ভারতের শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে স্বচ্ছ ভারত মিশন-আর্বান-এর অধীনে ইলেকট্রিক যানবাহনের সংযুক্তি। ইঞ্জিনবিহীন এই পরিবেশবান্ধব যানগুলি শুধুমাত্র কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছে না, বরং শব্দদূষণ হ্রাস ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ করে তুলছে। 'গার্বেজ ফ্রি সিটি'-র লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ পরিষ্কার, সবুজ ও টেকসই শহর গঠনের এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর শহরে ২০০-রও বেশি ইলেকট্রিক অটো নামানো হয়েছে ঘরোয়া বর্জ্য সংগ্রহের কাজে। এই উদ্যোগটি জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি-এর সহায়তায় পরিচালিত সুস্টাইনাবলে সিটিস ইন্টিগ্রেটেড পাইলট এপ্রোচ প্রকল্পের অংশ। ডিজেল চালিত ট্রাকের বদলে চালু হওয়া এই ই-অটোগুলিতে জিপিএস ট্র্যাকিং-এর সুবিধা রয়েছে, যা ১৫৯.৪৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কভার করে। এর ফলে বছরে প্রায় ৭১,০০০ লিটার ডিজেল সাশ্রয় হচ্ছে এবং ১০ বছরে ২১,০০০ টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। ই-অটোগুলির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এটি একটি খরচ-সাশ্রয়ী ও টেকসই মডেল হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে।

চেন্নাই মহানগর কর্পোরেশন শহরের সব ১৫টি জোনে প্রায় ৫,৪৭৮টি ব্যাটারি চালিত ই-রিকশা নামিয়ে দিয়েছে বর্জ্য সংগ্রহের কাজে। প্রতিটি ই-রিকশা দিনে গড়ে ৪০ কিমি পথ অতিক্রম করে, ফলে প্রতিদিন প্রায় ৪১ টন ও বার্ষিক ১৫,১৬০ টন কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব হচ্ছে। ই-রিকশাগুলিতে আলাদা আলাদা ভেজা, শুকনো ও বিপজ্জনক বর্জ্যের জন্য পৃথক ডাস্টবিন থাকায় উৎসস্থলে বর্জ্য পৃথককরণ সম্ভব হচ্ছে।

প্রতিটি রিকশায় অডিও সিস্টেম সংযুক্ত রয়েছে, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গান ও তথ্য প্রচার করা হয়। এই উদ্যোগে প্রায় ৬,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা শহরের অর্থনীতির জন্যও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ইন্দোর পৌর কর্পোরেশন শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিশেষ করে রাজওয়াদা, এলাকায় ১০০টি ইলেকট্রিক গাড়ি চালু করেছে। ডিজেল চালিত গাড়ির বদলে এই পদক্ষেপে বছরে ২৪,৯১৮ টন কার্বন নির্গমন হ্রাস হবে এবং প্রায় ৫.৯৭ কোটি রুপি সাশ্রয় হবে জ্বালানি, সার্ভিসিং ও ইঞ্জিন সংক্রান্ত খরচে। শহরের ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার থেকে এই গাড়িগুলির রিয়েল-টাইম ওঞ্চছ মনিটরিং করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০টি সৌর চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে, প্রতিটিতে ১০ কিলোওয়াটের সৌর প্যানেল, যা প্রতিদিন ৮০০-১০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। এতে ৮০-১০০টি ই-গাড়ি প্রতিদিন চার্জ করা যায়, যা প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমায়।

গুন্টুর, চেন্নাই ও ইন্দোর — এই তিন শহরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সংমিশ্রণ কিভাবে শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও কার্যকর করে তুলছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন-আর্বান-এর আওতায় এই উদ্যোগগুলি শুধুমাত্র শহরের পরিচ্ছন্নতা নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই, দক্ষ সম্পদ ব্যবহারে উৎসাহ ও নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নারী শক্তির নেতৃত্বে নতুন ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এই দশকে : সাবিত্রী ঠাকুর

ইন্দোর, ১৭ জুন: কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর আজ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার সেথি নগরের আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। এই সফরের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় স্তরের মিডিয়া প্রতিনিধি দল, মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিক, স্থানীয় প্রশাসনের সদস্য এবং সমন্বিত শিশু বিকাশ পরিষেবা প্রকল্পের অংশীদাররা। শ্রীমতী ঠাকুর কেন্দ্রে প্রদত্ত বিভিন্ন পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করেন এবং আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, উপভোক্তা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত হস্তক্ষেপের প্রভাব সম্পর্কে সরাসরি অবগত হন।

মন্ত্রী বলেন, গত ১১ বছরে আঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল সরঞ্জামের ব্যবহার (যেমন পোষণ ট্র্যাকার) এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে আরও কার্যকর ও প্রতিক্রিয়াশীল করেছে। তিনি জানান, আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এখন আর শুধু পুষ্টি বিতরণের স্থান নয়, বরং এগুলি শিশুদের প্রাথমিক পরিচর্যা ও উন্নয়নের আধুনিক, প্রাণবন্ত কেন্দ্র হয়ে উঠছে। এটি 'সক্ষম আঙ্গনওয়াড়ি' প্রকল্পের অধীনে 'পোষণ ২.০'র দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তিনি বলেন, "সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ দেশের প্রতিটি কোণায় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবং ভারতকে অপুষ্টিমুক্ত করতে। আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি হল সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যম, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য ও বিকাশ নিশ্চিত করে।"এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরতার দিক থেকে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে। নিরাপদ প্রসব, মেয়েদের শিক্ষার নিশ্চয়তা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে আইনি সুরক্ষা নানা দিক থেকে এক বহুমাত্রিক উন্নয়ন ঘটেছে। এই দশকে 'নতুন ভারত' গঠনের ভিত রচিত হয়েছে নারী শক্তির নেতৃত্বে।

তিনি আরও বলেন, "মোদী সরকারের গত ১১ বছরের মেয়াদকাল ছিল নারী ও শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক যুগ। অনেকগুলি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, যেমন বেটি বচাও বেটি পড়াও, পোষণ অভিযান, উজ্জ্বলা, জনধন, সুকন্যা সমৃদ্ধি ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কোণায় নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত হয়েছে।"

ত্রিপুরার আনারস দেশ সহ বিদেশের বাজারেও অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন : গ্রীষ্মকালের সুস্বাদু ফলের মধ্যে অন্যতম আনারস, আবার অর্থকরী ফল গুলির মধ্যে আনারস একটি বলা চলে। ত্রিপুরা রাজ্যের আনারস এখন কেবল রাজ্যেই নয় সমগ্র দেশ সহ বিদেশের বাজারেও অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন একটি ফল। এই ফলের চাষ করে প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজনরা বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। টিলাভূমিতে জুম চাষের পাশাপাশি জনজাতির মানুষজনরা আনারস চাষের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে ৩৪ মাইল, চাম্পলাই এলাকার জনজাতিরা জুম চাষের পাশাপাশি আনারস চাষ করছে। এই এলাকার জনজাতির এক আনারস চাষী জানান,,, টিলা ভুমিতে চারা গাছ রোপন করেছেন। তবে ওই চারাগাছ গুলি নিজের গাঁটের অর্থ ব্যায় করে ক্রয় করেছেন। বর্তমানে ওইসব আনারস গাছ গুলি পরিপক্ক হয়ে ফলনও শুরু করেছে এমনটা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

আরো জানান,, আনারস তেলিয়ামুড়া বাজারে এনে বাজারজাতও করবেন। কারণ সোমবার এবং শুক্রবার এই দুটি দিন তেলিয়ামুড়া বাজারের সপ্তাহিক হাটবার। এই দুটি দিনে প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজনরা তাদের উৎপাদিত কৃষিজ ফসল তেলিয়ামুড়া বাজারে এনে বিক্রি করেন। এই চাষী জানান, এবছর ফলন যথেষ্ট ভালো হয়েছে, লাভের মুখ দেখবেন বলেও আশা ব্যাক্ত করেন। তবে সরকারি সাহায্য পেলে আরও ভালো ভাবে এই ধরনের চাষাবাদ করতে পারবেন বলেও জানান।

জল সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণে বিভিন্ন জেলাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন : বিভিন্নভাবে জলের ব্যবহার, জল সংরক্ষণ , পুনরুজ্জীবন এবং ভুস্থরের নিচে জল সীমার অবস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সরকার ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটা জেলা"কে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলার নাম শর্ট লিস্ট করা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের নিরিখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং বাস্তব ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের পর্য্যালোচনা করার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক দল বড়মুড়া, নকাতলা , মোহরছড়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন কালে অতিরিক্ত জেলা শাসক ছাড়াও বিবেক বণিক, শুভম দত্ত, সঞ্জয় দেবনাথ প্রমুখ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন কালে এই বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে যে মানদণ্ড গুলো রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ পর্ব সম্পাদন করা হয় বলে পরিদর্শনকারী দলের সদস্যদের তরফ থেকে দাবি করা হয়। সার্বিকভাবে মঙ্গলবারের এই পরিদর্শন শেষে গোটা বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে অভিমত তুলে ধরেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা পর্য্যালোচনা তুলে ধরার পর আশা প্রকাশ করা হয়েছে চূড়ান্ত তালিকায় খোয়াই জেলার নাম থাকতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত সীমান্ত লাগুয়া গ্রামগুলিতে দিনের পর দিন অপরিচিত লোকের ভিড় বাড়ছে, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : উত্তর জেলা ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত সীমান্ত লাগুয়া গ্রামগুলিতে দিনের পর দিন অপরিচিত লোকের ভিড় বেড়ে চলেছে। প্রশাসনের উদাসীনতা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ত্রিপুরার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ধর্মনগর মহাকুমার অন্তর্গত সীমন্ত লাগুয়া মহেশপুর রানি বাড়ি কুর্তি কদমতলা এলাকায় দিন দিন মানুষের চোখে পড়ছে নতুনত্ব মুখ। কদমতলা মানুষ অভিযোগ করছে কদমতলা এলাকায় শুক্রবার মঙ্গলবার বাজারের দিনে বহু অচেনা মানুষের আনাগোনা দেখা যায় অথচ প্রশাসনের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

কদমতলা নয় এর পরিধি বিস্তার করেছে ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন এলাকাতে ধর্মনগর মহকুমা অফিসে কতিপয় অসাধু কর্মচারীর দৌলতে কিছুসংখ্যক দালালের মধ্যস্থতায় এখন অব্দি বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটার কার্ড আধার তৈরি করা হচ্ছে সবকিছু মহকুমা প্রশাসনের শাসকের অবগত থাকলেও কোন এক অদৃশ্য কারণে ওই সকল সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না, বলে অভিযোগ। ধর্মনগর মহকুমা শাখাইবাড়ী এলাকার সাজিদ মিয়া ইয়াকুব নগরের সীমান্ত লাগুয়া মিঠুন মিয়া নারায়ন মালাকার নারায়ন তাঁতি কিছু সংখ্যক নব্য মহিলা দালালদের মারফতে জাল নথিপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করা হচ্ছে ধর্মনগর মহকুমা অফিসে, বলে অভিযোগ। পিছিয়ে নেই নির্বাচন দপ্তর। পানিসাগর মহকুমা ধর্মনগরে মহকুমার বিভিন্ন বি এল ও দের সহযোগিতায় তৈরি করা হচ্ছে জাল নাগরিক পরিচয় পত্র।

পানিসাগর মহকুমা অফিসে অসিত রুদ্র পাল নামে এক ব্যক্তি কাগজপত্রের বিনিময়ে বিভিন্ন মানুষের জন্য জাল নাগরিক পরিচয় পত্র তৈরি করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের কিন্তু বাস্তবে মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের।

সমগ্র দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরকার কঠুর হস্তকে গ্রহণ করলেও ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে তা ব্যতিক্রম অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বহু এলাকা বাংলাদেশ সীমান্ত লাগুয়া। বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বহু মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে হয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করেছে তা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে। বর্তমানে অবৈধ বসবাসকারী বাংলাদেশীদের সনাক্ত করার পদক্ষেপ সমগ্র দেশে যেভাবে অভিযান শুরু হয়েছে তার আংশিক অভিযানও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার এলাকাগুলিতে হলে বহু অবৈধ পরিচয় পত্রের বিনিময়ে বসবাসকারী মানুষের সন্ধান বেরিয়ে আসবে এমনটাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন মহলের। অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্য সরকার বর্তমানে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু রাজ্যের কোথায় ও কোথায় কোথায় এখনো বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ অব্যাহত তাদেরকে বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র তৈরি করে দিচ্ছে কিছু স্বার্থন্বেষী অর্থলোভী দালাল গোষ্ঠী আর এদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারী।

বর্হিরাজ্যে কর্মসংস্থানপ্রাপ্ত ১১ জনকে শিল্পমন্ত্রীর সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৭ জুন : মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্হিরাজ্যে ১৯ জন কর্মসংস্থানপ্রাপ্তদের আজ সচিবালয়ে নিজ অফিসকক্ষে সংবর্ধনা জানান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। সংবর্ধনা জ্ঞাপনকালে কর্মসংস্থানপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে শিল্প ও বাণিজা মন্ত্রী শ্রীমতী চাকমা বলেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সফলতা সম্ভব।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সেই দক্ষতার প্রমান দিয়েছেন। তিনি রাজ্যের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি ভালো কাজ করলে নিজের এবং রাজ্যেরও সুনাম হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার নেতৃত্বে বেকারদের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে "মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পটি" চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন। সংবর্ধনা জানানোর সময় স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সুভাষ দাস এবং উপ অধিকর্তা মুনমুন দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া মন্ত্রী

● আটের পাতার পর

অনুমোদন দিয়েছে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় ১০,২২২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু আছে এবং ৫৩টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মে মাসে চালু হয়েছে। এছাড়াও জনজাতিদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক "ধরত্রী আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানে (ডিএজেজিইউএ) ত্রিপুরার জন্য আরও ১১৯টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার অনুমোদন দিয়েছে। এরজন্য ১৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দুই কিস্তিতে পিএম-জনমন প্রকল্পে মোট ১৪ ১টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার অনুমোদন দিয়েছিল। একই প্রকল্পে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার আরও ৮৫টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার অনুমোদন দিয়েছে। এরজন্যে ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে।

সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু হলে ত্রিপুরায় মোট ১০,৫৬৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হবে। এতে নতুন ৩৪৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্যে মোট ৩৪৫ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ৩৪৫ জন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগের সুযোগ হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডা. পি কে চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ উপস্থিত ছিলেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খোয়াই থানার পুলিশ। রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হলেও, পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত জ্যাকসন দেববর্মার বাড়ি তুলাশিখর ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম রাজনগর এলাকায় বলে জানা গেছে। তাঁর এই আকস্মিক ও রহস্যজনক মৃত্যুতে পরিবার এবং এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই জ্যাকসনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খোয়াই এবং সংলগ্ন এলাকায় বর্তমানে এক ধরনের আতঙ্ক ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পুরো ঘটনার নেপথ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সকলে।

ইরানিরা

● প্রথম পাতার পর

সংঘাতের পরিণতি রুখতে শেষ মুহূর্তের কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। কিন্তু তেহরানের বর্তমান চিত্র বলছে, সাধারণ মানুষ আর সেই আশায় ভরসা রাখছেন না। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে আন্তর্জাতিক মহল। সম্ভাব্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে আরও একাধিক শক্তিধর দেশএই আশঙ্কা এখন আর শুধু অনুমান নয়, বাস্তবের মুখোমুখি দুনিয়া।

সরিয়ে আনা হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

ইজরায়েল উত্তেজনার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাতে এবং বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তা প্রদান করতে দিল্লিতে ২৪ ঘণ্টার একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করেছে। এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষের হেল্পলাইন নম্বরগুলির মধ্যে রয়েছে টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১১৮ ৭৯৭ এবং আন্তর্জাতিক কলের জন্য ৯১-১১-২৩০১২১১৩, ৯১-১১-২৩০১৪১০৪ ও ৯১-১১-২৩০১৭৯০৫। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে ৯১-৯৯৬৮২৯১৯৮৮ নম্বরে এবং ইমেল পাঠানো যাবে ঠিকানায়।

তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জরুরি প্রয়োজনে আলাদা হেল্পলাইন চালু করেছে। সেখানে ভয়েস কলের জন্য ব্যবহার করা যাবে ৯৮ ৯১২৮১ ০৯১১৫ এবং ৯৮ ৯১২৮১ ০৯১০৯ নম্বর দুটি। হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগের জন্য চালু রয়েছে ৯৮ ৯০১০৪ ৪৫৫৫৭, ৯৮ ৯০১৫৯ ৯৩৩২০ ও ৯১ ৮০৮৬৮ ৭১৭০৯ নম্বরগুলি। তেহরানে দূতাবাসের সঙ্গে ইমেলেও যোগাযোগ করা যাবে ঠিকানায়।

তেহরান ছাড়াও ইরানের অন্যান্য শহরেও সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বান্দার আব্বাস শহরের জন্য হেল্পলাইন নম্বর হল ৯৮ ৯১৭৭৬৯৯০৩৬ এবং জাহেদান শহরের জন্য চালু হয়েছে ৯৮ ৯৩৯৬৩৫৬৬৪৯ নম্বরটি। ভারতীয় দূতাবাস এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যকার সংঘর্ষ ইতিমধ্যেই পঞ্চম দিনে প্রবেশ করেছে। ইজরায়েল 'অপারেশন রাইজিং লায়ন' নামে অভিযান চালিয়ে ইরানের সেনা ও পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান চালায় 'অপারেশন ট্রু প্রমিস ৩', যেখানে ইজরায়েলের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে হামলা চালানো হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ইরানে ২২৪ জন এবং ইজরায়েলে ২৪ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ইরানের তাবরিজ শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, যেখানে ইজরায়েল 'বিস্তৃত সামরিক হামলা' চালিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে তেহরান থেকে সবাইকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেন, যার ফলে আতঙ্ক আরও বাড়ে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা জোরদার হয়। ভারত সরকার পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। স্থানীয় নাগরিকদের প্রতি বারবার যোগাযোগ বজায় রাখার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বন্দে ত্রিপুরা ও ৫টি ই বিদ্যা চ্যানেল শুরু হয়েছে। ৮৫৪টি স্কুলে স্মার্ট ক্লাশ চালু হয়েছে। ২২৭টি স্কুলে থিঙ্কারিং ল্যাব শুরু হয়েছে। সিএম সাথ প্রকল্পে এবছর প্রায় ২০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩৭৮টি স্কুলে টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এনসিইআরটি পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলগুলিকে ইংলিশ মিডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে। সুপার ৩০ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১ জন আইআইটি, ৩ জন এনআইটি ও ৩ জন এমবিবিএস এ সুযোগ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছে। ৪৪টি স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। এছাড়া আরো প্রায় ৩০টি স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। এজন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ২৬৪ কোটি টাকা। এবছর মাধ্যমিকে প্রায় ৩৪৫টি স্কুলে ১০০ু পাশ করেছে। মোট পাশের হার ৮৬.৫৩ু। উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৯টি স্কুলে ১০০ু পাশ করেছে। পাশের হার ৭৯.২৯ু।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদর আরবান জেলার সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, বড়দোয়ালি মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, পুর নিগমের কর্পোরেটর অভিজিত মল্লিক, অলক রায়, রত্না দত্ত, জাহ্নবী দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে বড়দোয়ালি বিধানসভা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ ও তার অধিক নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ও অন্যান্য অতিথিগণ।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

জন্য ১৩টি নাকা পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশ ও পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের দিয়ে কড়া নজরদারি চালানো হবে। চন্দ্রপুর, চম্পকনগর (সাধুপাড়া), হাওয়াইবাড়ী, সিধাই-মোহনপুর, শালবাগান, আমতলী ও বিশালগড়ে এসব পয়েন্টে নজরদারি চালানো হবে।

এছাড়াও ব্যক্তিগত রেজিস্ট্রিকৃত ইকো, মারুতি বা অটো গাড়িগুলি স্কুল সাইনবোর্ড লাগিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অফিস কর্মীদের বহন করছে যা সম্পূর্ণ বেআইনি। এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ জারি করে জানানো হবে যে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাড়িগুলিকেই এমন কাজে ব্যবহার করা যাবে। নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

'হিট অ্যান্ড রান' দুর্ঘটনার প্রসঙ্গেও মন্ত্রী উল্লেখ করেন, দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ সরাসরি তাঁর ওয়ারিশ বা আইনানুগ প্রতিনিধির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হবে।

জনসাধারণকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের সাহায্যে উৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করেছে 'রাহ-বীর' (গুড সামারিটান) প্রকল্প। ওই প্রকল্প চলবে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এই প্রকল্পে কেউ যদি আহতদের তাৎক্ষণিক সহায়তা করেন, তবে তাঁকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে এবং কোনও আইনি জটিলতায় পড়তে হবে না।

তাঁর দাবি, দুর্ঘটনার প্রথম এক ঘণ্টাকে 'গোল্ডেন আওয়ার' হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই সময়কালের মধ্যেই আহতদের চিকিৎসার আওতায় আনা গেলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। তাই, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, 'হিট-এন্ড-রান' দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পেতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ নির্দিষ্ট অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন গৃহীত না হলে, তা বাতিলের নির্দিষ্ট কারণ জানিয়ে দেওয়া হবে আবেদনকারীকে। সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট জেলা শাসকের কাছে পাঠাবেন।

এইসব নির্দেশনার মাধ্যমে শহরে যানবাহনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি জননিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব গঠনের লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন মন্ত্রী সুশান্ত।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকরা এই পোল্ট্রি ফার্মটি পরিদর্শন করে দ্রুত যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা দূর করার নির্দেশ দেন। কিন্তু শাসকদলের নেতা বলে কথা রতন দেবনাথ তার মর্জি মাফিক এলাকার জনগণের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তার এই ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে অবশেষে এলাকার জনগণ সড়ক অবরোধ করেন। জেলাশাসক জানিয়েছেন দ্রুত এই পোল্ট্রি ফার্মটি যদি কোন রকম নিয়ম মেনে না চলে এবং এলাকাবাসীর সমস্যার কথা মাথায় রেখে ফার্মটি বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এই আশ্বাসে এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ তুলে নেন।

সংঘর্ষে আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছেই যাচ্ছে। কোনোভাবে যান দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে, যান দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক দফতর থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে। এরই মাঝে সাত সকালে সিপাহীজলা নৌকাঘাট সংলগ্ন আগরতলা উদয়পুর সড়কে মারুতি গাড়ি ও ই-রিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত দুইজন ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাত সকালে সিপাহীজলা নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা উদয়পুর সড়কে মারুতি গাড়ি ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে দুইজনব্যক্তি। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এলাকাবাসী। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে মারুতি গাড়ির চালক। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা খবর দিয়েছেন বিশালগড় দমকলবাহিনীকে। দমকলকর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অটো গাড়ির চালক তপন সরকার এবং অপর আহত যুবক কমল দেবনাথকে উদ্ধার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতিনিয়ত সিপাহীজলার নৌকাঘাট থেকে শুরু করে চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী পর্যন্ত ঘটে যাচ্ছে যান দুর্ঘটনা।

ইজরায়েলে গণহত্যার প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল সিপিআইএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ইজরায়েলে গণহত্যার প্রতিবাদে শহরের রাজপথে মিছিলে সামিল হয়েছে পাঁচটি বামপন্থী সংগঠন। এদিনের মিছিল টি সিপিআই(এম) পশ্চিম জেলা অফিস থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পবিত্র কর বলেন, গত কয়েকবছর যাবৎ গাজাতে এবং ইজরায়েলে অমানবিক আক্রমণ চালিয়েছে। তাতে অনেকেরই প্রাণ হারিয়েছে। বর্তমানেও যুদ্ধ থামার নাম গন্ধ নেই। এরই প্রতিবাদে দেশের সমস্ত বামপন্থী সংগঠন আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই উপলক্ষ্যে আজ আগরতলা শহরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে সিপিআইএমের ৫ টি সংগঠন।

সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে : সুধাংশু

আগরতলা।। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আজ খোয়াই জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল যাতে সমাজের সব অংশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয় বজায় রাখার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।বৈঠকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, সিঙ্গিছড়ায় ক্যাটল ফার্ম করার জন্য জায়গা দেখা হয়েছে। খোয়াই ভেটেরিনারি মেডিসিন স্টোরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মধ্য গণকিতে একটি হ্যাচারি ইউনিটের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জেলায় মোট ৫০ হাজার ১৪২টি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৭ হাজার ৯৯০টি গবাদি পশুর চিকিৎসা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৪১টি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মে মাস পর্যন্ত ৮০ হাজার ১৬২টি পাখির চিকিৎসা হয়েছে। প্রাণীপালনের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২০ জনকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আরও জানানো হয়েছে, জেলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩ হাজার ৫০০টি পরিবারকে পোল্টি মোরগ পালন এবং ১ হাজার ১০০টি পরিবারকে হাঁস পালনের আওতায় আনা হয়েছে। জেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৫০৩ জন প্রাণীপালককে মুখ্যমী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বৈঠকে মৎস্য আধিকারিক জানান, বাচাইবাড়িতে একটি ফিস মার্কেট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাছচাষের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২০ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানে সুবিধাভোগীদের অতি দ্রত মৎস্যচাষের সুবিধা প্রদান করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পরামর্শ রতনের

● প্রথম পাতার পর

এবং বুদ্ধিহীন। তাহলে, দেশে এবং দেশের বাইরে এমন অনেক কমিউনিস্ট নেতা রয়েছেন যাঁদের উচ্চতা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব থেকেও অনেক বেশি। তাহলে তাঁরাও কি বুদ্ধিহীন, বলে প্রশ্ন করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, তিনি সারা বিশ্বের দৈহিক দিক দিয়ে লম্বা ব্যক্তিদের অপমান করেছেন। তাহলে তিনি সিপিএমের প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকারকেও অপমান করেছেন। আসলে তিনি একজন মস্তকহীন ব্যক্তি। তিনি যদি সুস্থ ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে অবিলম্বে অসমের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এমনকি তিপরা মথার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ, বলেন শ্রীনাথ।

যদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা করা দরকার, পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ওই রাস্তাটি ইচাই জয়পুর এলাকায় পথ চলাচলের একমাত্র রাস্তা। বিগত দিনেও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে একাধিবার বার। পথ অবরোধে সামিল হয়েছিলেন এলাকাবাসী। তখনও অনেকবার সংবাদ মাধ্যমে ওই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। তখন প্রশাসনের তরফ থেকে অবরোধকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়া হবে। তখন ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রাস্তা অবরোধ মুক্ত প্রত্যাহার হলেও বাস্তবে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। তাই আজ বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন।

এদিকে অবরোধের ফলে রাস্তার দুই দিকে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে নিত্যযাত্রীদের চরম দূর্ভোগে পড়তে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলছে।সংবাদ লেখা অব্দি পথ অবরোধ অব্যাহত রয়েছে।

মৃত্যু ৩ নাবালকের

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন। এদিকে, ওই হৃদয়বিদারক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আগরতলা বাধারঘাটস্থিত মাতৃপল্লী এলাকায় জলে ডুবে একসঙ্গে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছি শোকাহত পরিবার পরিজনদের এই কঠিন সময়ে শক্তি প্রদান করার জন্য। সেই সঙ্গে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে। কিংকর দেবনাথ এর মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে সদর আন্তঃস্কুল গার্লস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামী কাল থেকে শুরু হচ্ছে সদর আন্তঃস্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সাকূল্যে চারটি স্কুল দলের অংশগ্রহণ। অতএব লীগ কাম নকআউট টুর্নামেন্টে মোট সাতটি ম্যাচের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হবে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের প্রথম দিন একই মাঠে দু-বেলায় দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারী চারটি দল-ই মাঠে নামবে। সকাল সাড়ে আটটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে বড়দোয়ালি স্কুল দল খেলবে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যাভবন-এর বিরুদ্ধে। বেলা একটায় দ্বিতীয় ম্যাচে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির খেলবে আসাম রাইফেলস স্কুল দলের বিরুদ্ধে। টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ২০ জুন দ্বিতীয় দিন একইভাবে সকাল সাড়ে আটটায় ভবনসত্রিপুরা বনাম আসাম রাইফেলস এর খেলা। বেলা একটায় বড়দোয়ালী ও প্রনবানন্দ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দুদিন বিরতির পর ২৩ জুন তৃতীয় তথা লীগ পর্যায়ের অন্তিম রাউন্ডের খেলায় সকাল সাড়ে আটটায় বড়দোয়ালি ও আসাম রাইফেলস পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। বেলা একটায় ভবনসত্রিপুরা খেলবে প্রনবানন্দ বিদ্যাভবন এর বিরুদ্ধে। লীগ পর্যায়ে ছয়টি ম্যাচের শেষে সেরা দু-টি দল ২৫ জুন ফাইনাল ম্যাচে খেলবে, এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা ১১ টায়।

জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেটের শেষ রাউন্ডের দুটি ম্যাচ আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুনরায় প্রস্তুত চারটি দল। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনও চূড়ান্ত প্রস্তুত। প্রথম দফায় এক রাউন্ড এবং পূনঃ ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা সম্পন্ন হয়েছে। টুর্নামেন্ট জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ২০২৩-২৪ এর আসর। লাগাতার বৃষ্টির কারণে প্রথম দুইটি ম্যাচের পর টুর্নামেন্টের অবশিষ্ট ম্যাচগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। পুনরায় ক্রীড়া সূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৪ থেকে ১৬ জুন দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার তৃতীয় রাউন্ডের খেলা।

আগামীকাল (বুধবার) থেকে ২০ জুন টিআইটি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সংহতি ক্লাব এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ২৭ থেকে ২৯ মে প্রথম রাউন্ডের খেলায় সংহতি ক্লাব ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ম্যাচটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছিল।

দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

তবে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে অপর খেলাটিও অনিমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল। ১৪ থেকে ১৬ জুন দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় টি আই টি গ্রাউন্ডের ম্যাচটি ড্র তে শেষ হয়েছিল তবে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে সংহতি ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল, স্ফুলিঙ্গ পেয়েছিল এক পয়েন্ট। একইভাবে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডের ম্যাচটিও অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিভ নিয়ে ব্লাড মাউথ ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পকেটে এসেছে এক পয়েন্ট।

সোনার তরী বি ডিভিশন ফুটবলে সরোজ সংঘের জয় রুখলো নবোদয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের আরও একবার জয় হাতছাড়া সরোজ সংঘের। পক্ষান্তরে, নবোদয় সংঘ যেন পরাজয় রুখেই চলেছে। ঘরোয়া বি ডিভিশন ফুটবল লিগের ম্যাচ আজ, মঙ্গলবারও ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২টি ম্যাচের মধ্যে চতুর্থ ড্র ম্যাচ থেকে নবোদয় সংঘ এবং সরোজ সংঘ এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া বি ডিভিশন তথা সোনার তরী লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট।

১২ তম ম্যাচ। নবোদয় সংঘ বনাম সরোজ সংঘের খেলা। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে দুই দল খেলার প্রকৃতি পাল্টে একটু বেশি আক্রমণাত্মক খেলতে শুরু করে। ৫৬ মিনিটের মাথায় সরোজ সংঘের সারাখাইবানের গোলে এক-শূন্যতে লিড নেয়। এগিয়ে থাকার মজাটা ধরে রেখে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত তা আয়ত্তে রাখতে পারেনি। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট পাঁচেক আগে নবোদয় সংঘের শান্তি সাধন জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে দু-দলের খেলোয়াড়রা জয়সূচক গোলের লক্ষ্যে যথেষ্ট আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে গোলের সন্ধানে একাধিক চেষ্টা করলেও মূলতঃ কেউ সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত এক-এক গোলে ড্র-তে ম্যাচ নিষ্পত্তি হয় এবং দু-দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, খেলার ত্রিশ মিনিটের মাথায় সরোজ সংঘের রাহুল রিয়াংকে রেফারি রক্তিম সাহা খেলায় অসদাচরনের দায়ে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: বিকেল সাড়ে তিনটায় ত্রিবেণী সংঘ বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। সন্ধ্যা ছয়টায় মৌচাক ক্লাব বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব।

অবসর নিতে বলেছিলেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার, শোনেননি করুণ, ফল পেলেন জাতীয় দলে ডাক পেয়ে

ভারতের হয়ে টেস্টে তিনশো করার পরেও যখন বছরের পর বছর জাতীয় দলে জায়গা পাচ্ছিলেন না, সে সময় এক তারকা ক্রিকেটার অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তা শোনেননি করুণ নায়ার। কঠোর পরিশ্রমেরই ফল পেয়েছেন সাত বছর পর জাতীয় দলে ফিরে। এক সাক্ষাৎকারে সে কথা জানিয়েছেন নায়ার।ভারতীয় দলের ক্রিকেটার বলেছেন, “আমার এখনও মনে আছে, এক তারকা ক্রিকেটার এসে বলেছিলেন অবসর নিতে। দেশ-বিদেশের লিগে খেললে আর্থিক ভাবে সুরক্ষিত থাকব। সেটা করলে খুব সহজ রাস্তা নেও হয়ে যেত। টাকার কথা যদি বাদও দিই ওঁর কথা শুনে অবসর নিয়ে নিলে নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারতাম না।”

এই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই দেশের মাটিতে তিনশো করেছিলেন নায়ার। বীরেন্দ্র সহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে এই নজির গড়েছিলেন। এখন নায়ারের মনে হয়, তিনশো রান করার পর তা নিয়ে আর একটু উচ্ছ্বাস করতে পারতেন।নায়ারের কথায়, “৩০০ রানের পর আর একটু উচ্ছ্বাস করা দরকার ছিল। সেই মুহূর্তটা ভাল করে উপভোগই করতে পারিনি। এখন দেখি কত ক্রিকেটার মাইলফলকে পৌঁছলে উৎসব শুরু করে দেয়। তা থেকে শিখেছি, আনন্দ কখনও ভেতরে চেপে রাখতে চাই। সেটা প্রকাশ করতে হয়। সেই সময়টা উপভোগ করতে পারিনি।”ক্রিকেটকে ‘জেন্টলম্যানস গেম’ বা ‘ভদ্রলোকের খেলা’ বলা হয়। তবে নায়ারের মতে, তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারেরা যে ভাবে খেলাটাকে দেখছেন তাতে আগামী দিনে ক্রিকেট আর ভদ্রলোকের খেলা থাকবে না।নায়ারের কথায়, “আমি নিশ্চিত নই যে ক্রিকেট আদতে আর ভদ্রলোকের খেলা থাকবে কি না। আমরা অনেক কথা বলতে পারি না। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম অনায়াসে মাঠের ভেতরে সে কথা বলে দেয়। ওরা যে ভাবে চায় সে ভাবেই খেলে। তাই ভবিষ্যতে ক্রিকেট খেলাটা অনেক বদলে যাবে।”

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে অভিষেকেই লজ্জার নজির বোলারের, কী করলেন আয়ারল্যান্ডের লিয়াম?

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে লজ্জার নজির গড়লেন আয়ারল্যান্ডের লিয়াম ম্যাককার্থি। ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে ৪ ওভার বল করে ৮১ রান দিলেন জোরে বোলার। এক মাসও হয়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছেন লিয়াম।শনিবার সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হয়েছিল আয়ারল্যান্ড। সেই ম্যাচে ৪ ওভার বল করে ৮১ রান দিয়েও কোনও উইকেট পাননি লিয়াম। ম্যাচের পঞ্চম ওভারে তাঁকে বল দেন আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং। তাঁর প্রথম দু’টি বলই মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক সাই হোপ। প্রথম দু’বলে ছক্কার পর সেই ওভারের চতুর্থ এবং পঞ্চম বলে লিয়ামকে পর পর দু’টি চার মারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর এক ওপেনার এভিন লুইস। প্রথম ওভারে ২১ রান দিয়ে চাপে পড়ে যান লিয়াম। সেই চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর দ্বিতীয় ওভারে হয় ৩টি চার এবং ১টি ছয়। মোট ২৪ রান দেন। তাঁর তৃতীয় ওভারেও ৪টি বাউন্ডারি-সহ ১৮ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চতুর্থ ওভারেও ক্যারিবিয়ান আগ্রাসন থেকে রেহাই পাননি লিয়াম। ১টি চার এবং ২টি ছক্কা মারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারেরা।টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লিয়ামের থেকে বেশি রান দেওয়ার নজির মাত্র এক জনেরই রয়েছে। ২০২৪ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মুসা জোবার্তে ৪ ওভারে ৯৩ রান দিয়েছিলেন। সেটাই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোনও বোলারের সবচেয়ে বেশি রান দেওয়ার নজির। তালিকায় তাঁর পরই থাকছেন লিয়াম। তালিকায় তৃতীয় স্থানে চলে গেলেন শ্রীলঙ্কার কাসুন রাজিতা। তিনি ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৭৫ রান দিয়েছিলেন।শনিবারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে ২৫৬ রান করে। লুইস করেন ৪৪ বলে ৯১। হোপ ২৭ বলে ৫১। এ ছাড়া কেসি কার্টির ব্যাট থেকে এসেছে ২২ বলে ৪৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। জবাবে ৭ উইকেটে ১৯৪ রান করে আয়ারল্যান্ড।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

ফুটবল : বহিঃ রাজ্যের খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ এবারকার ফরোয়ার্ড ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবছর ফুটবল ময়দানে এক ঝাঁক বহিরাজ্যের ফুটবলারকে দেখা যাবে ফরওয়ার্ড ক্লাবের জার্সি গায়ে। ক্লাবের ফুটবল কমিটির চ্যায়রমেন তথা ক্লাবের নতুন সভাপতি বাসু দেব চৌধুরী একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, এবছর ফুটবল ময়দানে রীতিমতো উৎসবের আমেজ তৈরি করবে ফরওয়ার্ড ক্লাব। ফুটবল প্রেমীদের ভালো ফুটবল উপহার দিতেই এবছর ফুটবল টিম গঠন করেছে ফরওয়ার্ড ক্লাব। ট্রফি জয়ের লক্ষ্য যেমন রয়েছে, তেমনি ভালো খেলা উপহার দেওয়ার প্রতিও গুরুত্ব রয়েছে। মোট কথা ভালো ফুটবল তুলে ধরাই আসল টার্গেট। সভাপতি বাসু দেব চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের নতুন কমিটির সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত, সিনিয়র দুইজন সদস্য। বহি রাজ্যের ফুটবলার বিশেষ করে মনিপুর, কেরল থেকে আসছে বলে সূত্রের খবর। বলাবাহুল্য, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত রাখাল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে।

জাতীয় দাবা : জয় পরাজয়ে এগুচ্ছে রাজ্যের তৃষিকা, শুভায়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জেতা ম্যাচ হারলো তৃষিকা কামারাপু। সময়ের অভাবে। নতুবা পঞ্চম রাউন্ডের শেষে ভালো জায়গায় থাকতে পারতো। হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। মঙ্গলবার আসরের চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা হয়। বালক বিভাগে এদিন সকালে শুভায়ন দাস জয় পেলেও বিকেলে হেরে যায়। রাজ্যের অপর দাবাড়ু দেবরাজ ভট্টাচার্য সকালে জয় পাওয়ার পর বিকেলে পয়েন্ট ভাগ করে। বালিকা বিভাগে তৃষিকা কামারাপু সকালে পরাজিত হওয়ার পর বিকেলে জয় পায়। অবন্তিকা চক্রবর্তী এদিন সকাল এবং বিকেলে পয়েন্ট ভাগ করে। ৫ রাউন্ড শেষে শুভায়ন ও তৃষিকার পয়েন্ট ৩ এবং দেবরাজ ও অবন্তিকার পয়েন্ট আড়াই। আগামীকাল (বুধবার) ষষ্ঠ এবং সপ্তম রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

একটা কারণেই ইংল্যান্ডের থেকে এগিয়ে থাকবে ভারত, জানালেন হেডেন, তবে শুভমনদের আশা দেখছেন না বাংলার প্রাক্তন

আসন্ন টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেই নামবে ভারত। এমনটাই মত ম্যাথু হেডেনের। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার একটি কারণও খুঁজে বার করেছেন। তাঁর মতে, ইংল্যান্ডের বোলারেরা ভারতের তুলনায় ভাল নন। তবে শুভমন গিলদের এগিয়ে রাখতে রাজি নন দীপ দাশগুপ্ত। ভারত এবং বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটারের মতে, সিরিজ জিতবে ইংল্যান্ডই।সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হেডেন বলেছেন, “আমার মনে হয় না ইংল্যান্ডের বোলারেরা অতটাও ভাল। অনেকে এখন চোটের মধ্যে রয়েছে। অনেকে অবসর নিয়েছে। তাই ইংল্যান্ডের কাজ বেশ কঠিন।”ইংল্যান্ডের মার্ক উড প্রথম তিনটি টেস্টে নেই। চোট পেয়ে প্রথম টেস্টে খেলবেন না জফ্রা আর্চার এবং গাস অ্যাটকিনসনও। অবসর নিয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন এবং স্টুয়ার্ট ব্রড। তবে ভারতকেও লড়তে হবে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে ছাড়া।সেই কারণেই ইংল্যান্ডকে সামান্য হলেও এগিয়ে রাখছেন দীপ দাশগুপ্ত এবং সঞ্জয় মঞ্জরেকর।

নতুন রূপে ক্লাব বিশ্বকাপ, লড়াই লাগার সম্ভাবনা বিশ্বফুটবলে, ফিফার উদ্দেশ্য কি সফল হবে?

দীর্ঘ ১৩৭ বছর আগের কথা। ১৮৮৮ সালে স্কটিশ কাপের বিজয়ী রেন্টন ফুটবল ক্লাবকে বিশ্বের সেরা ক্লাব হতে গেলে জিততে হত স্রেফ একটি ম্যাচ, ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়নের বিরুদ্ধে। রেন্টনের ফুটবলারেরা পেশাদার ছিলেন না। কাজ করতেন স্থানীয় ছাপাখানায়। তবু কোনও মতে সেই ম্যাচ তাঁরা জিতে নেন। সেরা ক্লাবের দ্বৈরথে মাত্র দু’টি দল লড়াই করলেও, রেন্টনের ‘বিশ্ব’খেতাব মোটেই হেলাফেলার ছিল না। সেই সময়ে ব্রিটেনের বাইরে কোনও দেশেই গুরুত্ব দিয়ে ফুটবল খেলত না।সময় বদলে গিয়েছে। এখন বিশ্বের সেরা ক্লাব হওয়ার লড়াই অনেক কঠিন হয়েছে। ১৪ জুন যে প্রতিযোগিতার সূচনা হল আমেরিকায়, সেটাই ক্লাব বিশ্বকাপের আধুনিকতম সংস্করণ। ছয় মহাদেশ থেকে ৩২টি ক্লাব লড়াই করবে। প্রতিযোগিতার আয়োজক ফিফা প্রচণ্ড উত্তেজিত। ফুটবলে বৈপ্লবিক বদল’ হবে বলে আশাবাদী তারা। পকেটও ভরবে। সে কারণেই ক্লাব বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ৮৬০৬ কোটি টাকা।এত দিন পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হত প্রতি বছর ফুটবল মরসুম শেষ হওয়ার পর। মাত্র সাতটি দল খেলত। তবে নতুন ক্লাব বিশ্বকাপকে সাজানো হয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপের ধাঁচে, যা এখন থেকে হবে চার বছর অন্তর। ফুটবল বিশ্বকাপের ধাঁচেই ক্লাব বিশ্বকাপের দলগুলিকে ভাগ করা হবে চার দলের আটটি গ্রুপে। সেখান থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল আয়োজিত হবে। স্রষ্টাদের অনুমান, ক্রমশ জনপ্রিয় হবে এই প্রতিযোগিতা। আরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়বে। ফিফার আশা, ৯০টি দেশের বেশি খেলোয়াড় ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবেন, যা ফুটবল বিশ্বকাপের থেকেও বেশি। অভিবাসীদের দেশে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে বেশির ভাগ দেশেরই কঠোর অবস্থান রয়েছে। তবে ফুটবলে এই চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। এশিয়ার সেরা লিগগুলিতে প্রায় ১০০০ ব্রাজিলীয়, ২০০ স্পেনীয় এবং ১০০ নাইজেরীয় খেলেন। ব্রাজিল থেকে সবচেয়ে বেশি ফুটবলার বিদেশে খেলতে যান। সেই ব্রাজিলের স্থানীয় লিগেও ১০০ জনের বেশি বিদেশি খেলেন, যাঁদের কেউ অ্যাঙ্গোলার, কেউ আবার দক্ষিণ কোরিয়ার।শুধু ফুটবলারেরাই সীমান্ত পেরোন না, ফুটবল সংস্কৃতিরও সীমানা বদল হয়। ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত যা যা রয়েছে, তা অনুসরণ করার একটা প্রবণতা রয়েছে গোটা বিশ্বেই। ধরা যাক ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার ক্লাব পার্সিয়ার কথা। দলের খেলা থাকলেই সমর্থকেরা স্থানীয় বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ভাষায় গান গাইতে থাকেন। তবে সেই সুরের ধরন ইউরোপীয়। খেলার খারাপ দিকগুলিও অনুকরণ করতে ছাড়েন না কেউ। ইউরোপের প্রতিটি ক্লাবেই গোঁড়া সমর্থক রয়েছেন, যাঁরা পরিচিত ‘আল্ট্রা’ নামে। এখন বিশ্বের প্রতিটি দেশেই সেই ‘আল্ট্রা’ গ্রুপ রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় দুই শত্রু দল পার্সিয়া এবং পার্সিব বান্দুং মুখোমুখি হলে মাঠ এবং মাঠের বাইরে মারপিট হবেই।অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ইউনাইটেড থেকে জাম্বিয়ার জানাকো, গোটা বিশ্বে চার হাজারেরও বেশি পেশাদার ক্লাব রয়েছে। তবে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাকি বিশ্বের থেকে অনেক বেশি। ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র এখনও ইউরোপ। বাকি বিশ্বের থেকে ইউরোপের ক্লাবগুলির মান ভাল এবং তারা ধনী। ১৫ জুন ক্লাব বিশ্বকাপের একটি ম্যাচেই সেটা বোঝা গিয়েছে। নিউ জিল্যান্ডের অকল্যান্ড সিটিকে ১০-০ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মানির চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নের গত মরসুমে লাভ ৭৫৫৫ কোটি। প্রতি সপ্তাহে তাদের স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যান ৭৫ হাজার দর্শক। তারকা ফরোয়ার্ড হ্যারি কেনকে বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকারদের মধ্যে ধরা হয়। উল্টো দিকে, অকল্যান্ডের লাভ হয়েছে ৫.৫৯ কোটি টাকা। প্রতি ম্যাচে গড়ে ৪০০ জন হাজির থেকেছেন। দলের ফরোয়ার্ড অ্যাঙ্গাস কিলকোলি কাজ করেন একটি রংয়ের কারখানায়।এই বৈপরীত্য এখানেই শেষ নয়। আমেরিকার এক কনসালটেন্সি ফার্মের দাবি, বিশ্বের ধনীতম ক্লাব, স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ ২০২৩-২৪ মরসুমে আয় করেছিল ৯৯৬০ কোটি টাকা। ব্রাজিলের ধনীতম ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোর থেকে যা পাঁচ গুণ বেশি। বিশ্বের ধনীতম ৩০টি ক্লাবের তালিকায় ফ্ল্যামেঙ্গো বাদে বাকি সব ক’টিই ইউরোপীয়। যে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের উঠতি ফুটবলারেরা অন্তত এক বার ইউরোপে খেলতে চান। পেলে কোনও দিন ইউরোপে খেলেননি। তবে দিয়েগো মারাদোনাকে ২১ বছর বয়সে সই করায় বার্সেলোনা। লিয়োনেল মেসি ১৩ বছর বয়সে বার্সেলোনায় চলে যান।আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল, সেই বার্সেলোনাই নবরূপে সজ্জিত ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে পারছে না। শুধু তারা নয়, ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন দল লিভারপুল এবং ইটালির বিজয়ী নাপোলিও খেলছে না। আসলে, ইউরোপের ১২টি ক্লাবকে বেছে নেওয়া হয়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। এই র‍্যাঙ্কিং তৈরি হয়েছে গত চার বছর তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। সে কারণে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতায় চেলসি, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এবং রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব বিশ্বকাপে খেলছে। র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বাকি ক্লাবগুলি হল বায়ার্ন মিউনিখ, প্যারিস সঁ জরমঁ, ইন্টার মিলান, পোর্তো, বেনফিকা, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, জুভেন্টাস, আতলেতিকো মাদ্রিদ এবং আরবি সালজবুর্গ। বার্সেলোনা গত ১০ বছরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতেনি। লিভারপুল ২০২২ সালে ফাইনালে উঠলেও হেরে যায়। গত চার বছরের ভিত্তিতে যে র‍্যাঙ্কিং তৈরি হয়েছে, সেখানেও তাদের অবস্থান প্রথম ১২-র মধ্যে ছিল না। পাশাপাশি, একটি দেশ থেকে দু’টির বেশি ক্লাব খেলতে পারবে না। চেলসি এবং ম্যান সিটি সুযোগ পাওয়ায় লিভারপুলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।আগের ক্লাব বিশ্বকাপগুলিতে ইউরোপীয়দের দাপট দেখা গিয়েছে। শেষ ১৭টা ট্রফির ১৬টিই জিতেছে ইউরোপের কোনও ক্লাব। এ বারও ট্রফি দাবিদার সেরা ন’টি ক্লাবের মধ্যে সব ক’টিই ইউরোপীয়। সমর্থকদের আশঙ্কা, ইউরোপীয়দের এই দাপটের কারণে প্রতিযোগিতার যে আকর্ষণ, সেটাই কমে গিয়েছে।তবে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে অন্য বিষয় নিয়ে। অনেকেরই ধারণা, নতুন ভাবে সাজানো ক্লাব বিশ্বকাপ আদতে ফিফার অর্থ উপার্জনের একটি পন্থা। আদতে তারা উয়েফার আয়োজিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে টেক্কা দিতে চাইছে। ফিফা চার বছর অন্তর ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করে, যার জনপ্রিয়তা রয়েছে। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপ এখনও সেই জনপ্রিয়তা পেতে পারেনি। আমেরিকায় প্রথম বার এত বড় মাপের ফুটবল প্রতিযোগিতা হলেও প্রত্যাশামাফিক টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। সম্প্রচার নিয়ে শেষ মুহূর্তেও দোলাচলে ছিল ফিফা। শেষ পর্যন্ত ‘ডিএজেডএন’ বিশ্বব্যপী সম্প্রচারস্বত্ব কিনে নেয়। তবে ফিফা যা ভেবেছিল (আনুমানিক ৩৪,৪০৮ কোটি টাকা), তার থেকে অনেক কম দামে (৮৬০৬ কোটি টাকা)। এই প্রতিযোগিতার মূল স্পনসর সৌদি আরবের ‘পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড’। অনেকের ধারণা, ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক সৌদিরা নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যই ক্লাব বিশ্বকাপ স্পনসর করতে রাজি হয়েছে।ইউরোপীয়দের কাছে এই প্রতিযোগিতা নিয়ে একটা ছুৎমার্গ থাকলেও, বাকি মহাদেশের ক্লাবগুলি বেশ উত্তেজিত। আসলে তাদের কাছে সুযোগ রয়েছে এটা প্রমাণ করার, যে চাইলে ইউরোপীয় ক্লাবগুলিকে তারাও হারাতে পারে। আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের স্থানীয় লিগগুলি নিজেদের মতো করে সূচি বদলে নিয়েছে, যাতে সে দেশের ক্লাবগুলি বিশ্বকাপে সাফল্য পায়। ট্রফির দাবিদার ইউরোপীয় ক্লাব হলেও, ২০ শতাংশ সুযোগ রয়েছে বাকি মহাদেশের ক্লাবগুলির কাছেও। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের দাবি, বাকি বিশ্বের সবচেয়ে সফল ক্লাব যে কোনও ইউরোপীয় লিগের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে। সেরা হওয়া দূরের কথা। তবু অখ্যাত কোনও এশীয় বা লাতিন আমেরিকার ক্লাবের কাছে একই প্রতিযোগিতায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বা প্যারিস সঁ জরমঁর মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা অনেক বড় ব্যাপার। এশিয়ার ফুটবল সংস্থার (এএফসি) প্রধান দাতো উইন্ডসর জনের মতে, এশীয় ক্লাবগুলির কাছে সুযোগ রয়েছে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার। আফ্রিকার ফুটবল সংস্থার প্রধান লুক্সোলো সেপ্টেম্বরের মতে, ফুটবল নিয়ে তাঁদের মহাদেশের ধারণাটাই বদলে যেতে পারে, যদি বিশ্বকাপে আফ্রিকার কোনও ক্লাব সফল হয়।

পাঁচ বলে ৫ উইকেট! ম্যাচে ২৮ রানে ৭ উইকেট, আবার দিগ্বেশের ভেলকি, ফের উচ্ছ্বসিত লখনউ কর্ণধার গোয়েনা

আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে নজর কেড়েছিলেন দিগ্বেশ রাঠী। শুধু বল হাতে পারফরম্যান্সের জন্যই নয়, বিতর্কে জড়িয়ে শাস্তিও পেয়েছেন একাধিক বার। আইপিএলের ১৪টি উইকেট নেওয়া দিগ্বেশ এ বার একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে পাঁচ বলে ৫ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন। নিলেন হ্যাটট্রিক-সহ ৭ উইকেট।দলের লেগস্পিনারের ৫ উইকেট নেওয়ার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন লখনউয়ের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েনা। দলের ক্রিকেটারকে নিয়ে উচ্ছ্বাসও গোপন করেননি তিনি। শুধু তাই নয় লখনউ কর্তৃপক্ষও সমাজমাধ্যমে ভিডিয়োটি ভাগ করে নিয়েছেন। দিল্লির ক্রিকেটার স্থানীয় একটি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় খেলছেন। প্রতিপক্ষ দলের ইনিংসের ১৫তম ওভারে বল করতে আসেন দিগ্বেশ। সে সময় তাদের রান ছিল ৫ উইকেটে ১৫১। বল করতে এসে পর পর পাঁচ বলে প্রতিপক্ষ দলের পাঁচ ব্যাটারকে আউট করে দেন দিগ্বেশ। হ্যাটট্রিক-সহ ৫ উইকেট নেন এক ওভারে। তাঁর স্পিন বুঝতেই পারেননি ব্যাটারেরা। ১৪.৫ ওভারে ১৫১ রানেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। ম্যাচে ২৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন লেগস্পিনার। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে দিগ্বেশের এই পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো।আইপিএলে দিগ্বেশের ‘নোটবুক’ উচ্ছ্বাস আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ‘নোটবুক’ উচ্ছ্বাসের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিল শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) রোষেও পড়েছিলেন। একাধিক ম্যাচে জরিমানা হয় তাঁর। এক ম্যাচের জন্য নিলম্বিতও (সাসপেন্ড) হতে হয় দিগ্বেশকে। স্থানীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটিতে অবশ্য তাঁকে বিতর্কিত ‘নোটবুক’ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

বিরোধী দলনেতাকে একহাত নিলেন কৃষিমন্ত্রী

শব্দ ও ভাষা জ্ঞানের অক্ষমতা নিয়েই রাজনীতির বাজার গরম করছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : শব্দ ও ভাষা জ্ঞান নেই। এই অক্ষমতা নিয়েই রাজনৈতিক বাজার গরম করতে মাঠে নেমেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁকে অবিলম্বে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করার পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। প্রসঙ্গত, গতকাল সাব্রুম মহকুমায় এক সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, অসমী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারিরীক গঠন নিয়ে অবান্তর মন্তব্য করেছেন। তিনি ওই সভায় তির্য্যক ভাষায় বলেন, যে যত লম্বা হয়, তত বেকুব হয়। এই মন্তব্যের জেরেই আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতাকে একহাত নিলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তাঁর কথায়, শব্দকে প্রয়োগ করার আগে তাঁর অর্থকে বুঝে নেওয়া জরুরি। তা না হলে শব্দের দ্বারা মানুষকে আঘাত করা যায়। অবশ্য শব্দের গুরুত্ব বোঝার মতো মানসিকতা এবং বুদ্ধি সবার থাকে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীরও শব্দকে বোঝার মতো মানসিকতা নেই। সাম্প্রতিক জনসম্মুখের বিভিন্ন ব্যক্তবের মধ্যে তাঁর ভাষা জ্ঞানের অক্ষমতাকে তুলে ধরেছেন। এদিন তিনি বলেন, জিতেন্দ্র বাবুর মতে দৈহিক দিক দিয়ে যাদের উচ্চতা অনেক তাঁরা বেকুব এবং বুদ্ধিহীন। তাহলে, দেশে এবং দেশের বাইরে এমন অনেক কমিউনিস্ট নেতা রয়েছেন যাঁদের উচ্চতা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব থেকেও অনেক বেশি। তাহলে তাঁরাও কি বুদ্ধিহীন, বলে প্রশ্ন করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তিনি সারা বিশ্বের দৈহিক দিক দিয়ে লম্বা ব্যক্তিদের অপমান করেছেন। তাহলে তিনি সিপিএমের প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকারকেও অপমান করেছেন। আসলে তিনি একজন মস্তকহীন ব্যক্তি। তিনি যদি সুস্থ ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে অবিলম্বে অসমের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এমনকি তিপ্রা মথার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ, বলেন শ্রীনাথ। যদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা করা দরকার, পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

চরম দুর্দশায় কৈলাসহরের দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ জুন : কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের বাঘাছড়া গ্রামের বাসিন্দারা চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। গ্রামের একমাত্র ইট সলিং রাস্তাটি ছোট গাড়ির যাতায়াতের উপযোগী হলেও, ছড়ার উপর কোনও কালভার্ট বা সেতু না থাকায় গ্রামবাসীদের প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা।

দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ডে অবস্থিত বাঘাছড়া গ্রামের মানুষের যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র ইট সলিং রাস্তা রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কারের অভাবে এটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামের বাঘা ছড়ার নালার পূর্ব প্রান্তে প্রায় আট থেকে দশটি কৃষক পরিবার বসবাস করে। তাঁদের বাড়ি থেকে গ্রামে আসার জন্য কোনও পাকা রাস্তা নেই, মাটির রাস্তা দিয়েই তাঁদের যাতায়াত করতে হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, বাঘা ছড়ার উপর কোনও স্থায়ী বা অস্থায়ী সেতু না থাকা। গ্রামবাসীরা বাধ্য হচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নালার উপর রাখা লোহার পাতের উপর দিয়ে পারাপার করতে। সম্প্রতি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ছড়ার জল বেড়ে যাওয়ায় লোহার পাতগুলি ভেসে গেছে, যার ফলে গ্রামবাসীদের এখন কোমর সমান জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হচ্ছে।গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁরা বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনকে লিখিত ও মৌখিকভাবে তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এমনকি, সম্প্রতি গৌরনগর ব্লকের বিডিও সাহেব বাঘাছড়া গ্রাম পরিদর্শন করে গ্রামবাসীদের করুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে গেছেন। তবুও আজ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও কার্য্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের এই নীরব ভূমিকা গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। দ্রুত একটি সেতুর দাবিতে তাঁরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিলোনিয়ায় চোর আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ জুন।। গত এক মাস ধরে বিলোনিয়া শহর ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলগুলো চোরের উপদ্রবে নাজেহাল। উত্তর ভারত চন্দননগর এবং মাইছড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় চুরির ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও, গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় চুরির ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে, এমনকি দেবমন্দিরগুলোও রেহাই পাচ্ছে না।

পুলিশ প্রশাসনের নজরে প্রতিটি ঘটনাই আনা হলেও, কিছু ক্ষেত্রে সফলতা এলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চুরির ঘটনার কোনও কিনারা করতে পারছে না পুলিশ। এর ফলে অনেক সময়ই সাধারণ মানুষ চোরেদের ধরার চেষ্টা করে এবং সফলও হয়।

আজ বনকর নদীর উত্তর পাড়ে এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। একটি মেকানিক্সের দোকানে ঢুকে চুরি করে পালানোর সময় চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন দোকানের মালিক ও স্থানীয় লোকজন। চোর অভিজিৎ নন্দী (২৪) একটি অটোতে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। স্থানীয়রা অটোটিকে থামিয়ে গ্যারেজ টিলা থেকে তাকে আটক করে। এরপর তাকে নদীর উত্তর পাড়ে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে বেঁধে বিলোনিয়া থানায় খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং চোরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। জানা গেছে, অভিজিৎ নন্দীর বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া এলাকায়। মেকানিক্সের দোকানে একটি ব্যাগে ড্রিল মেশিনসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা ছিল। অভিজিৎ সকলের অলক্ষ্যে ব্যাগটি নিয়ে অটোতে চড়ে পালাতে গেলে দোকানের কর্মচারীর সন্দেহ হয় এবং তখনই তাকে আটক করা হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে অভিজিতের মা-বাবা মাইছড়া এলাকা থেকে ছুটে আসেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে এবং ঘটনার বিস্তারিত শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, শুধুমাত্র নেশার কারণেই অভিজিৎ চুরির পথে এসেছে। সে প্রতিনিয়ত কোটা জাতীয় নেশা ব্যবহার করে বলে জানা গেছে। চোরকে হাতেনাতে ধরে বেঁধে রাখায় এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্যচাষে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে চলছে: বৃষকেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : মৎস্যচাষে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে চলছে। মৎস্যচাষ এমনিতে খুব লাভজনক। মাছ চাষে মনযোগী হলে একদিকে যেমন মাছ চাষিরা উপকৃত হবেন তেমনি রাজ্যও এর সুফল ভোগ করবে। গতকাল মোহনপুর মহকুমার হেজামারায় মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে গড়া পিসিকালচার নলেজ সেন্টারের দ্বারোদঘাটন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা একথা বলেন। এই সেন্টার বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ত্রিপুরার অর্থনীতিতে মাছ চাষের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যে মাছের চাহিদা বেশি হওয়ায় মাছ চাষের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে রাজ্যকে মাছ চাষে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার জন্য তিনি মাছ চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের উপ অধিকর্তা বিজয় রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্য্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, হেজামারা বিএসি"র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন দেববর্মা, মোহনপুর মৎস্য কার্য্যালয়ের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক বিজয়কান্তি ঘোষ প্রমুখ। উল্লেখ্য, সেন্টারটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

লরি চালকরা হেনস্থা শিকার, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : দীর্ঘ বছর আগে চুড়াইবাড়ি এমবিআই গেট চুড়াইবাড়ি রাজস্ব দপ্তর বাঁকা পথে কামাইয়ের স্বর্গরাজ্য হিসেবে চিহ্নিত ছিল। জিএসটি লাগু হওয়ার পর থেকে চুড়াইবাড়ির গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে কমতে থাকে উপরি কামাই। কিন্তু দালাল রাজত্ব আজি বহাল তবিয়তে। আর এই দালালদের হাত ধরে প্রতিদিন লরি চালকদের হেনস্থা করে উপরি কামাই আদায় করছে পরিবহন দপ্তর, বলে অভিযোগ।

আর এই কামাই বাণিজ্য মাত্রা বেড়ে যায় সন্ধ্যার পর থেকেই। বিভিন্ন পাথর বোঝাই গাড়ি মাত্রা অতিরিক্ত ওজন বহন করে নিয়ে আসার কারণে তাদেরকে জরিমানা করা হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় সক্রিয় দালাল চক্রের মধ্যে এই গাড়ি গুলিকে রাত্রে দাঁড় করিয়ে রেখে ভোর হওয়ার আগেই এমবিআই গেইট অতিক্রম করিয়ে দেওয়া হয়। এমন অভিযোগ বহুদিনের থাকলেও এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।

শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় মর্জি মাফিক এমবিআই গেইটে কর্তব্য পালন করে চলছে কতিপয় কর্মচারী। যেদিন রাতের কামাই বেশি হয় ভোর হতেই এমবিআই গেইট বন্ধ করে চলে যায় কর্তব্যরত সরকারি কর্মী। তাদের এই কর্মকাণ্ডের খেসারত গুনতে হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা কাঁচামালের গাড়ি গুলি। এই কাঁচামালের মধ্যে বিশেষত সবজির গাড়ি গুলি রয়েছে যেগুলি গেইটের কারণে থেমে থাকলে কাঁচামাল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মঙ্গলবার সকালে এমন চিত্রই দেখা গেল চুড়াইবাড়ি এমবি আই গেট সংলগ্ন এলাকায়। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অসংখ্য কাঁচামালের লোরি গুলিকে। চালকদের কাছ থেকে জানা যায় এনবিআই গেট বন্ধ। গেইটের কর্মী না আসলে লরির ওজন হবে না। ঘন্টার পর ঘন্টা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্দেশ্যে আসা সবজি গাড়ি গুলিকে নিয়ম বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারিতা মনোভাব নিয়ে আটকে রাখতে দেখা যায় এম বি আই গেইটে। এই গেটে কর্তব্য পালন করার জন্য তিনজন কর্মী থাকা সত্ত্বেও কিভাবে রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি পরিবহন দপ্তরের ওজন পরিমাপের গেটটি বন্ধ থেকে চালকদের হয়রানি করে চলছে। চুড়াইবাড়ি মটল বিকেল ইন্সপেক্টর এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান গেট তো বন্ধ হওয়ার কথা নয় কি কারনে বন্ধ তা তিনি খতিয়ে দেখছেন। এলাকার মানুষ বলছে সবকিছুই চলে কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী তাই কর্তা জানেনা বললে তা মেনে নেওয়া যায় না এক কথায় সবের যুগ সূত্রেই চুরাইবারি পরিবহন দপ্তরলুটের আতুর ঘরে পরিণত হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন: জন জীবনে শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড় ও সোনামুড়া মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে জনসাধারনের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিএনএসএস, ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই বিধিনিষেধ ১৩ জুন, ২০২৫ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধা সামরিক এবং পুলিশবাহিনীর সদস্যগণ, সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার এবং সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জরুরী সরকারী কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি এবং দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ উক্ত বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএসএস, ২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এক লক্ষ জায়গায় যোগা দিবস উদযাপন ও ১ হাজার যোগা পার্ক তৈরির উদ্যোগ : ক্রীড়া মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এবছরের আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের উদযাপনের মূল ভাবনা (থিম) হচ্ছে "এক পৃথিবী এক স্বাস্থ্য"। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলন একথা জানান যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে ভারতে এক লক্ষ জায়গায় এক সাথে যোগা দিবস উদযাপন এবং এক হাজার যোগা পার্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। ক্রীড়া মন্ত্রী জানান, রাজ্যভিত্তিক যোগা দিবস অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশ, বিএসএফ, সিআরপিএফ, টিএসআর, এনওয়াইকেএস, এনসিসি, এনএসএস, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের স্কাউটস এন্ড গাইডস, বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা, যোগা সংস্থা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারিরা অংশ গ্রহণ করবেন। তাছাড়াও এই উপলক্ষে এক মেগা রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হবে। রাজ্যের সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরেও একই সাথে যোগা দিবস অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০ জুন স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে রাজ্য ভিত্তিক আইকনিক লোকেশন হিসেবে ঊনকোটি প্রাঙ্গণেও যোগা দিবস অনুষ্ঠিত হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের কথা উল্লেখ করে জানান, রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ১০ বছর বা এর অধিক বয়সের ৬০ শতাংশ-এর অধিক দিব্যাঙ্গজন, যাদের পারিবারিক বাৎসরিক আয় সর্বাধিক ১ লক্ষ টাকা এমন দিব্যাঙ্গজনের জন্য সামাজিক ভাতা সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ ও ১৯ তারিখে এক অনুষ্ঠানে মোট ২৫৩৭ জন দিব্যাঙ্গজনকে সামাজিক ভাতার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এরা সবাই নিজ নিজ ব্যাঙ্ক একাউন্টে প্রতি মাসে ভাতা পেয়ে যাচ্ছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে এই মাসে দ্বিতীয় ধাপে আরও ৬৫৮ জন দিব্যাঙ্গজনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। তাদের সামাজিক ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং আজ থেকে তাদের সামাজিক ভাতা চালু হচ্ছে। ক্যান্সার রোগীদের ১০০ শতাংশ সামাজিক ভাতা প্রদানের কথা চিন্তা করে গত ১ মে তারিখে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হসপিটালে একটি হেল্প ডেক্স চালু করা হয়। ইতিমধ্যেই এই হেল্প ডেক্স এর মাধ্যমে ১১৮টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে এবং উক্ত আবেদনপত্রগুলোর অনুমোদনের পর আজ থেকে তাদের সামাজিক ভাতা চালু হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনমূলে ত্রিপুরার প্রত্যেক জেলায় ১টি করে ওয়ান স্টপ সেন্টার রয়েছে এবং বর্তমানে সবকয়টি ওয়ান স্টপ সেন্টারে প্রকল্প অনুযায়ী পরিষেবা চলছে। আগরতলা ও কৈলাসহরে ২টি নতুন ওয়ান স্টপ সেন্টার খোলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর ঝুলন্ত দেহ দেখে স্ত্রীর আর্তনাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জুন : মঙ্গলবার দুপুরে রেগার কাজ থেকে বাড়ি ফিরে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন স্ত্রী আরতি দেবনাথ। ঘটনাটি ঘটেছে চড়িলাম বনকুমারী এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম কিঙ্কর দেবনাথ, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। হঠাৎ এমন মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।জানা গেছে, ৫০ বছরের উর্ধে কিঙ্কর দেবনাথ বনকুমারী চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর স্ত্রী আরতি দেবনাথ যখন রেগার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই এই ঘটনা ঘটে। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আরতি দেবী দেখেন তাঁর স্বামী কিঙ্কর দেবনাথ ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁর চিৎকারে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। মৃত কিঙ্কর দেবনাথের দুটি বিবাহিত কন্যা সন্তান রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো পারিবারিক অশান্তি বা কলহ ছিল না বলেই প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। তবে ঠিক কী কারণে কিঙ্কর দেবনাথ এমন চরম পথ বেছে নিলেন, সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিঙ্কর দেবনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকাবাসী গভীর শোকাহত।

সুভাষ পার্কে সিপিআইএমের উদ্যোগে প্যালেস্টাইন সংহতি দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : সুভাষ পার্কে সিপিআইএমের উদ্যোগে প্যালেস্টাইন সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে খোয়াইয়ের জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র সুভাষপার্কে সি পি আই (এম)-- র প্যালেস্টাইন সংহতি দিবস পালন করে মঙ্গলবার।

বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটির আমণিত সদস্য পলাশ ভৌমিক।উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা, মহকুমা সম্পাদক নির্মল বিশ্বাস , পার্টির নেতা আলয় রায়, সুবোধ দেববর্মা, মনোজ দাস, কানন দত্ত, বিদ্যাচরণ দেববর্মা, বিশ্বরঞ্জন দেববর্মা, বিষ্ণুজিত দস্তিদার প্রমুখ।

৭ দফা দাবিতে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন অনিয়মিত কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ ৭ দফা দাবিতে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন অনিয়মিত কর্মচারীরা। এদিন রাজপথে মিছিল করে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে দীর্ঘদিন রয়েছে বহু সংখ্যক অনিয়মিত কর্মচারী। ইতিমধ্যে অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন এবং অনেকেই অবসরে চলে গেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে কাজ করার পর যখন অবসরে চলে যান তখন তাদেরকে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। আর এই বয়সে অর্থাৎ ৬০ বছর পরে কিছু করার থাকে না। শেষ বয়সে তাদের অনাহারে অর্ধাহারে অনেক কষ্টে দিন যাপন করতে হয়। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পেতে আগামী ৪ঠা জুলাই ত্রিপুরা রাজ্য অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের পক্ষ থেকে ৭দফা দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে।

এই উপলক্ষে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের কাছে এই মর্মে ডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অনিয়মিত কর্মচারীরা মিছিল করে এসে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের কাছে ৭ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চে যুগ্ম আহবায়ক রতন দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।দাবি গুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রতন দেবনাথ বলেন প্রথমত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করন, সমকাজে সম বেতন, যারা অবসরে চলে গেছেন বা চাকরিকালীন সময়ে মারা গেছেন তাদের এককালীন ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে, অর্থ দপ্তরের অনুমোদনহীন কর্মচারীদের অনুমোদন দিয়ে দৈনিক হাজিরা অথবা কেজুয়েল হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক আজকের এই ডেপুটেশন প্রদান অনুষ্ঠানে অনিয়মিত কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে জেলার সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে।

শাহজাহানকান্ডে পূর্ব থানায় ডেপুটেশন প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন: রাজধানীর মসজিদপট্টি এলাকার শাহজাহানকান্ডে পূর্ব থানায় ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, শান্তিপাড়ায় যুব কংগ্রেস নেতার বাড়িতে আক্রমণকারী বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পূর্ব থানা ঘেরাও করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ আধিকারিকের সাথে দেখা করে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেন। তাঁর কথায়, শহর আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর নিজ পাড়ায় যুব কংগ্রেস নেতার বাড়ি আক্রমণ এবং তার পরিবারের লোকজনদের মারধর করেন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কিন্তু আজ অব্দি পুলিশ এই দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করেনি।

জেনেরিক কাউন্টারে বিক্রি করা ওষুধ নিয়ে বিশ্রামগঞ্জের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : হাসপাতালের জেনেরিক কাউন্টারে চড়া দামে বাজারের ঔষধ বিক্রিকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ ঔষধ ব্যবসায়ীরা। ওই ঘটনা মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

মঙ্গলবার দিন যাত্রা শুরু করেছিল বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গরিব রোগীদের জন্য জেনেরিক কাউন্টার অর্থাৎ জন ঔষধালয়।এই কাউন্টার মূলত গরিব মানুষদের জন্য। প্রথম দিনেই বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের জেনেরিক কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নান্টু দেবনাথ এবং রাজেশ আচার্য্য বড় ধরনের ভুল করে বসেন। তারা বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা এলাকার বয়স্ক দম্পতি সুরেন্দ্র দেবনাথ এবং পুনেশ্বরী দেবনাথের নিকট একটি ভিটামিন ঔষধ AAROFERRIC-O বিক্রি করে। ওষুধটির দাম ৩২৫ টাকা। জেনেরিক কাউন্টার তাদের থেকে ৩২০ টাকা রাখে।বিষয়টি জানতে পেরে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ঔষধ ব্যবসায়ী সংগঠন অর্থাৎ ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের বিশ্রামগঞ্জ সাব কমিটির মিহির সেন বলাই দাস বৈষ্ণব শঙ্কর দত্ত শেখর খান দীপাঞ্জন সাহা হাসপাতালে ছুটে যান।এটি বাজারের ঔষধ।এই ঔষধ জেনেরিক কাউন্টারে বিক্রি করা যায় না। যদি বিক্রি করতে হয় তাহলে ঔষধে কোম্পানির নাম থাকতে পারবে না এবং অর্ধেক দামে জেনেটিক কাউন্টার থেকে বিক্রি করতে হবে।তাদের কাছে কোন বিলের কপি আছে কিনা?? ঔষধ ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি জেনেরিক কাউন্টার কর্তৃপক্ষ।

তারা ঔষধ ব্যবসায়ী সংগঠন এর লোকজনের কাছে বলেছে এটা তাদের ভুল হয়েছে। এভাবে বাজারের ঔষধ জেনেরিক কাউন্টারে বিক্রি করা ঠিক নয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই বয়স্ক দম্পতির টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আগামী দিনে আর এরকম ভুল হবে না বলে তারা ঔষধ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন।

ধর্মনগরের লালছড়ায় গৃহবধূর উপর নির্মম নির্যাতন, প্রশাসনের নীরবতায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন : ধর্মনগরের লালছড়া গ্রামে গৃহবধূ সাকিনা বেগমের উপর পঞ্চায়েত সদস্যা বিজলি বেগম ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। গত ২৮ মে মারধর, মরিচ বেটে গায়ে লাগানোসহ নানা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। সাকিনা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিলেও ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ।তিনি দাবি করেছেন, অভিযুক্তরা শাসক দলের প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশ নীরব ভূমিকা নিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসনের নীরবতায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas